POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড
2
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
49-50
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 7-14 ডিসেম্বর, 2017 ১৮-২৫ রবিউল আওয়াল 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

সারা পাঞ্জাবের ও ভারতবর্ষের লোক আমার প্রতি এতখানি বিরাগভাজন হইয়াছিল যে, তাহারা আমাকে পায়ের নীচে পিষিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। তদবস্থায় এই সকল লোক তাহাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টায় সফল হইয়া যাইত এবং আমাকে বিনাশ করিয়া ফেলিত। কিন্তু তাহারা সকলেই ব্যর্থ হইল।

আমি জানি তাহাদের এত হৈ চৈ এবং আমাকে বিনাশ করার জন্য এত প্রচেষ্টা এবং আমার বিরোধিতায় যে ভয়ানক তুফান সৃষ্টি করা হয়-এইগুলি এই জন্য ছিল না যে, খোদা আমাকে বিনাশ করার সংকল্প করিয়াছিলেন। বরং এগুলি এই জন্য সংঘটিত হইয়াছিল যাহাতে খোদা তা'লার নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং যাহাতে ঐ সকল লোকের মোকাবেলায় সর্বশক্তিমান খোদা, যিনি কাহারো নিকট পরাস্ত হন না, তিনি স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শন করেন এবং স্বীয় শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করেন।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

১০০ নং নিদর্শন: ইহা বারাহীনে আহমদীয়ার ঐ ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা উহার ২৪১ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। ভবিষ্যদ্বাণীটির কথা এইরূপ:

لَا تَيۡئَسۡ مِنۡ رَّوۡحِ اللّٰہِ- اَلَآ اِنَّ رَوۡحَ اللّٰہِ قَرِیۡبٌ-اَلَآ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰہِ قَرِیۡبٌ-
یَاۡتِیۡکَ مِنۡ کُلِّ فَجٍّ عَمِیۡقٍ- یَاۡتُوۡنَ مِنۡ کُلِّ فَجٍّ عَمِیۡقٍ-یَنۡصُرُکَ اللّٰہُ مِنۡ عِنۡدِہٖ- یَنۡصُرُکَ
رِجَالٌ نُّوۡحِیۡ اِلَیۡھِمۡ مِنَ السَّمَآءِ- وَلَا تُصَعِّرۡ لِخَلۡقِ اللّٰہِ وَلَا تَسۡئَمۡ مِنَ النَّاسِ-

অমৃতসরের সফীরে হিন্দ প্রেস হইতে ১৮৮১ ও ১৮৮২ সালে মুদ্রিত বারাহীনে আহমদীয়ার ২৪১ পৃষ্ঠা দেখ। (অনুবাদ) খোদার আশিষ হইতে হতাশ হইও না। এই কথা শুনিয়া রাখ যে, খোদার আশিস নিকটবতী। সাবধান হও। খোদার সাহায্য নিকটবর্তী। ঐ সাহায্য সকল পথ দিয়া তোমার নিকট পৌঁছিবে। সকল পথ দিয়া লোকেরা তোমার নিকট আসিবে। তাহারা এত বিপুল সংখ্যায় আসিবে যে, যে সকল পথ দিয়া তাহারা আসিবে ঐগুলিতে গভীর গর্ত হইয়া যাইবে। খোদা নিজের তরফ হইতে তোমাকে সাহায্য করিবেন। ঐ সকল লোক তোমাকে সাহায্য করিবে, যাহাদের হৃদয়ে আমি এলকা (প্রেরণা) করিব। কিন্তু তোমার উচিত হইবে খোদার যে সকল বান্দা তোমার নিকট আসিবে তুমি তাহাদের সহিত মন্দ আচরণ করিবে না। তোমার আরও উচিত হইবে তাহাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তুমি তাহাদের সহিত সাক্ষাতে ক্ষান্ত হইবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ ২৫ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে যখন ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাএই যুগের ভবিষ্যদ্বাণী, যখন আমি নিভৃত কোনে গুপ্ত ছিলাম এবং যাহারা আজ আমার সাথে আছে তাহাদের কেহই আমাকে জানিত না। আমি ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, যাহারা কোন সম্মান ও ঐশ্বর্যের দরুন পৃথিবীতে আলোচিত হয়। মোটকথা, আমার কিছুই ছিল না। আমি কেবল একজন সাধারণ মানুষ ছিলাম। আমি অজ্ঞাত ছিলাম। এক ব্যক্তিও আমার সহিত সম্পর্ক রাখিত না, কেবল মাত্র গুটি কয়েক জন ছাড়া যাহারা পূর্ব হইতেই আমার পরিবারের জানা শুনা ছিল। ইহা ঐ ঘটনা, যাহার সম্পর্কে কাদিয়ানবাসীদের মধ্যে কেহই ইহার বিপরীত সাক্ষ্য দিতে পারে না। ইহার পর খোদা তা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার জন্য নিজের বান্দাদিগকে আমার প্রতি মনোযোগী করিয়া দিলেন এবং দলে দলে লোক কাদিয়ানে আসিল এবং আসিতেছে। লোকেরা নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী এবং সব ধরণে উপঢৌকন এত বিপুল পরিমাণে দিয়াছে এবং দিতেছে, যাহা আমি হিসাব করিতে পারি না। মৌলবীদের পক্ষ হইতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। তাহারা সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাহাতে মানুষ আমার প্রতি মনোযোগী না হয়। এমনকি তাহারা মক্কা হইতেও ফতওয়া চাহিয়া আনিল। প্রায় দুইশত মৌলবী আমার উপর কুফরীর ফতওয়া দেয়। বরং হত্যার যোগ্য বলিয়াও তাহারা ফতওয়া ছাপাইয়া দেয়। কিন্তু তাহারা নিজেদের সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়। পরিণাম এই হইল যে, আমার জামাত পাঞ্জাবের সকল শহরে ও গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেও বীজ বপিত হইল। এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন ইংরেজও ইসলামের দীক্ষিত হইয়া এই জামাতে প্রবেশ করিল। দলে দলে লোকেরা এত বিপুল সংখ্যায় কাদিয়ানে আসিল যে, একেকা গাড়ির (এক ঘোড়ার গাড়ি) সংখ্যাধিক্যে কাদিয়ানেও রাস্তার কয়েক জায়গা ভাঙ্গিয়া গেল। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি গভীরভাবে ভাবা উচিত এবং অত্যন্ত গভীরভাবে ভাবা উচিত। যদি ইহা খোদার তরফ হইতে ভবিষ্যদ্বাণী না হইত তবে বিরোধিতার যে তুফান উঠিয়াছিল এবং সারা পাঞ্জাবের ও ভারতবর্ষের লোক আমার প্রতি এতখানি বিরাগভাজন হইয়াছিল যে, তাহারা আমাকে পায়ের নীচে পিষিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। তদবস্থায় এই সকল লোক তাহাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টায় সফল হইয়া যাইত এবং আমাকে বিনাশ করিয়া ফেলিত। কিন্তু তাহারা সকলেই ব্যর্থ হইল। আমি জানি তাহাদের এত হৈ চৈ এবং আমাকে বিনাশ করার জন্য এত প্রচেষ্টা এবং আমার বিরোধিতায় যে ভয়ানক তুফান সৃষ্টি করা হয়-এইগুলি এই জন্য ছিল না যে, খোদা আমাকে বিনাশ করার সংকল্প করিয়াছিলেন। বরং এগুলি এই জন্য সংঘটিত হইয়াছিল যাহাতে খোদা তা'লার নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং যাহাতে ঐ সকল লোকের মোকাবেলায় সর্বশক্তিমান খোদা, যিনি কাহারো নিকট পরাস্ত হন না, তিনি স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শন করেন এবং স্বীয় শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ তিনি তদ্রূপই করিলেন। কে জানিত এবং কে ইহার সন্ধান রাখিত যে, যখন আমাকে একটি ছোট বীজের ন্যায় বপন করা হইল এবং অতঃপর হাজার হাজার পায়ের নীচে পিষা হইল, ঝড় উঠিল, তুফান আসিল এবং আমার এই ক্ষুদ্র বীজের উপর বিদ্রোহের বন্যা বহিয়া গেল, তদসত্ত্বেও আমি এই সকল আঘাত হইতে বাঁচিয়া যাইব? অতএব ঐ বীজ খোদার ফযলে বিনষ্ট হইল না বরং উহা বৃদ্ধি পাইল, সতেজ হইল এবং আজ উহা একটি বড় বৃক্ষ, যাহার ছায়াতলে তিন লক্ষ মানুষ বিশ্রাম করিতেছে। ইহা খোদার কাজ, যাহা অনুধাবন করিতে মানবীয় শক্তি অক্ষম। তিনি কাহারো দ্বারা পরাস্ত হইতে পারেন না। হে লোকেরা! কখনো তো খোদার নিকট লজ্জিত হও! ইহার দৃষ্টান্ত কি কোন বানোয়াটকারীর জীবনের ঘটনাবলী হইতে উপস্থাপন করিতে পার? যদি এই কাজ মানুষের হইত তবে তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করার এবং আমাকে বিনাশ করার জন্য এত কষ্ট করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বরং আমাকে মারার জন্য খোদাই যথেষ্ট ছিলেন। যখন দেশে প্লেগ ছড়াইয়া পড়িল তখন কিছু লোক দাবীর সহিত বলিল যে, এই ব্যক্তি প্লেগে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু খোদার অদ্ভুত কুদরত যে, ঐ সকল লোক নিজেরাই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গেল। খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আমি তোমাকে রক্ষা করিব এবং প্লেগ তোমার নিকট আসিবে না। বরং আমাকে ইহাও বলা হইল যেন আমি লোকদিগকে ইহা বলি যে, আমাকে আগুনের (অর্থাৎ প্লেগের) ভয় দেখাইও না। আগুন আমার দাস বরং দাসেরও দাস। ইহা ছাড়া আমাকে বলা হয়, আমি তোমার গৃহের হেফাযত করিব এবং এই গৃহের চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে যাহারা বাস করে তাহারা প্লেগ হইতে রক্ষা পাইবে। বস্তুতঃ এইরূপই হইল। এই অঞ্চলের সকলে জানে প্লেগের আক্রমণে গ্রামের পর গ্রাম বিনাশ হইয়া গেল এবং আমাদের চারপাশে কিয়ামতের দৃশ্য ছিল। কিন্তু খোদা আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৫৫-২৫৮)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

তাহরীক-এ-জাদীদের ৮৪ তম বছরের সূচনার গৌরবময় ঘোষণা

আপনারা অবগত আছেন যে সৈয়দনা হযরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) মসজিদ বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে ৩রা নভেম্বর ২০১৭ জুম্মার খোতবার মাধ্যমে তাহরীক-এ-জাদীদের ৮৪ তম বছরের সূচনার বরকতপূণ ঘোষণা করেন।

প্রিয় ভ্রাতাগণ ! খলিফাগণের তরফ হইতে জারিকৃত সমস্ত আকর্ষণীয় তাহরীক গুলির মধ্যে 'তাহ্রীক-এ-জাদীদ' এর এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে, এই তাহরীকের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এটিকে "জিহাদ-এ-কবীর"এবং এই জিহাদে অংশগ্রহণকারীদেরকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের ন্যায় পুণ্যর অধিকারী আখ্যায়িত করেছেন। এবং এই চাঁদাকে সমস্ত অনুভাবী মূলক চাঁদার সাপেক্ষে লাজেমী চাঁদার মর্যাদা দিয়েছেন। এই বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে সৈয়্যেদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন :

"আমি এই চাঁদাকে লাজেমী (আবশ্যক) করে দিয়েছি। জামাতের প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলার উপর ফরয যে, তারা যেন এতে অংশ নেয়।"

(এরশাদ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) দৈনিক আল-ফযল রাবওয়া ১৩ই জুলাই ১৯৫৭)

তাহরীক-এ-জাদীদের চাঁদা সম্বন্ধে খলিফাগণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ এরশাদ আছে। সমস্ত আকর্ষণীয় চাঁদা গুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চাঁদা হল তাহরীক-এ-জাদীদের চাঁদা। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ) বলেন :

"চাঁদা আমের পর সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ চাঁদা হল তাহরীক-এ-জাদীদের চাঁদা। এটি খুবই বরকত পূর্ণ। এই তাহরীক শুরু থেকেই জামাতের মালি কুরবানির উপর বিস্ময়কর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কুরবানির ফিলোসফি (দর্শন) সৈয়্যেদনা হযরত ফযলে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করতে গিয়ে এই বিষয়ের পথ নির্দেশনা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক দিক বাঁচিয়ে অধিকহারে খোদার রাস্তায় খরচ করা হোক।"

(খোতবা জুম্মা ৫ই নভেম্বর ১৯৯৩)

যদিও তাহরীক-এ-জদীদের মালী জিহাদে জামাতের প্রত্যেক সদস্যকে সামর্থ্য অনুযায়ী বেশি বেশি করে কুরবানি পেশ করে নিজেদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এজন্য আমরা যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এই অসাধারণ মহান গুরুত্ববহ ঐশী তাহরীক এবং এর উপর আন্তর্জাতিক দায়িত্বাবলী দৃষ্টিপটে রাখার সাথে সাথে এ ব্যাপারে খলিফাগণের এরশাদগুলিকে বিবেচনা করা অত্যাবশ্যকীয়।

এই সম্বন্ধে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেন :

"যারা নিজেদের আয় অনুযায়ী চাঁদা লেখান নি তাদেরকে আমি মনযোগ আকর্ষণ করছি, তারা নিজের আয় অনুযায়ী চাঁদা লেখান। চাঁদা দেয় না সেই ব্যক্তি যারা সব সময় সামর্থের চেয়ে কম ওয়াদা করে। যখন মানুষ পুরোপুরি কুরবানি করে না তখন খোদাতা'লার ফেরেস্তা তার মধ্যে জোর এবং শক্তির সঞ্চার করে না।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর ৩রা নভেম্বরের খুতবা জুমার কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

"আজকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সকল প্রকার কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকারের সবচেয়ে বেশি জ্ঞান এবং ব্যুৎপত্তি মহানবী (সা.) এর নিবেদিত প্রাণ দাসের মান্যকারীদেরই রয়েছে। আর এর সবচেয়ে স্পষ্ট এবং পরিস্কার ব্যবহারীক বহি:প্রকাশও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীরাই করে থাকে। আজকে পৃথিবী যে ধন সম্পদ একত্রিত করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে, আহমদীদের একটা বিরাট শ্রেণি এমন আছে যারা আয় উপার্জন করে, ধন সম্পদ উপার্জনের পর যখন খোদার পথে আর্থিক কুরবানীর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় তখন তারা আসে ত্যাগ স্বীকার করে আর এসব কিছু সে অব্যাহত শিক্ষা এবং তরবিয়তেরই ফলাফল যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে করে গেছেন। "

"অনেক আহমদী এমন আছে যারা কুরবানীর উন্নত মানে উপনিত হওয়ার চেষ্টা করে। যখন তারা কুরআন, হাদীস এবং একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উক্তি পাঠ করে তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে এই কথার প্রতি যে, আল্লাহ্র পথে যারা ব্যয় করে তাদের ধন এবং জন সম্পদে আল্লাহ্ তা'লা বরকতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষ তাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু যখন আল্লাহ্র পথে খরচ করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, আমি তাকে বর্ধিত রূপে দিই, শাতশত গুণ পর্যন্ত দিই বরং এরও বেশি দিতে পারি।অতএব, আহমদীরা যখন এই কুরবানী করে এবং আহমদীরা যখন মহানবী (সা.) এর এই নির্দেশ বা উক্তি অনুসারে খরচ করে তাদের এই বিশ্বাস থাকে যে আল্লাহ্ তা'লা বর্ধিত রূপে ফেরত দিবেন আর আমাদের সাথে তিনি এই ব্যবহার করবেন।"

আহমদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি এই কথা ভালো উপলব্ধি করে যে, এই যুগ যা ইসলামের প্রচারের সম্পূর্ণতার যুগ, যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে পাঠিয়েছেন। এর জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে এই সব কিছু নিষ্ঠাবান আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমেই হচ্ছে। যাদের খোদার সত্তায় এই দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তিনি তাদের এই কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকারকে এই পৃথিবীতেও ফলবান করেন আর পরকালেও ফলপ্রদ করবেন।

শেষে জামাতে আহমদীয়া ভারতের সদস্যদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করব যে, তাহরীকে জাদীদের নতুন বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে নিজেদের ওয়াদা লেখান। এটি শতভাগ সত্য কথা যে, আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী কখন বিফলে যায় না, বরং আল্লাহ্ তা'লার এর পরিণামে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক পুরস্কারে ভুষিত করেন। আমাদের চেষ্টা করা উচিত পূর্ণ উদ্যমে আর্থিক কুরবানীর নমুনা পেশ করে তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় ভারতকে পঞ্চম স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে উন্নীত করার চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুণ্য কর্মে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করার আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ পুণ্যকর্ম , তাকওয়া এবং আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের ক্ষেত্রে পরস্পরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। নিচে ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী ভারতের জামাতের জামাত এবং রাজ্যগুলির গুলির পাঁচ বছরের তালিকা দেওয়া হল যাতে জামাতের সদস্যবর্গ নিজের নিজের জামাত এবং রাজ্যের স্থানাঙ্ক দেখে এগিয়ে যাওয়া চেষ্টা করে।

পাকিস্তান ভিন্ন সব থেকে বেশি আর্থিক কুরবানী প্রদানকারী দশটি দেশের স্থান হল যথাক্রমে-

(১) জার্মানী (২) যুক্তরাজ্য (৩) যুক্তরাষ্ট্র (৪) কানাডা (৫) ভারত (৬) অস্ট্রেলিয়া (৭) ইন্ডোনেশিয়া (৮) মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ (৯) মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ (১০) ঘানা

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা জরুরী যে, জার্মানীদের আহমদীদের কুরবানীর বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেছেন। হুযুর বলেন-

'জার্মানীতে একশটি মসজিদ প্রকল্পেও মানুষ অনেক ত্যাগ স্বীকার করছেন। খুদ্দাম, লাজনা ও আনসার এক বিরাট অংশ চাঁদা নিজেদের দায়িত্বে নিয়েছে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ ইউরো তারা একত্রিত করছে। সেখানে এত ধনী মানুষও নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাদের মধ্যে কুরবানী করার আবেগ ও প্রেরণা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সম্পদে বৃদ্ধি দান করুন এবং তাদের কুরবানী গ্রহণ করুন। "

প্রথম সাতটি জামাতের পাঁচ বছরের তালিকা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০১৭	কালিকট	পিথাপুরম	কাদিয়ান	হায়দ্রাবাদ	কোলকাতা	ব্যাঙ্গালোর
২০১৬	করলাই	কালিকট	হায়দ্রাবাদ	পিথাপুরম	কাদিয়ান	কিনানোর
২০১৫	করলাই	হায়দ্রাবাদ	কালিকট	কাদিয়ান	পিথাপুরম	কিনানোর
২০১৪	করলাই	কালিকট	হায়দ্রাবাদ	কাদিয়ান	কিনানোর	পিঙ্গাডী
২০১৩	করলাই	কালিকট	হায়দ্রাবাদ	কিনানোর	পিঙ্গাডী	কাদিয়ান

প্রথম সাতটি রাজ্যের পাঁচ বছরের তালিকা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০১৭	কেরালা	কর্ণাটক	জম্মু-কাশ্মীর	তেলেঙ্গেনা	তামিলনাড়ু	উড়িশা
২০১৬	কেরালা	কর্ণাটক	অন্ধ্রপ্রদেশ	তামিলনাড়ু	জম্মু-কাশ্মীর	উড়িশা
২০১৫	কেরালা	তামিলনাড়ু	কর্ণাটক	অন্ধ্রপ্রদেশ	জম্মু-কাশ্মীর	উড়িশা
২০১৪	কেরালা	তামিলনাড়ু	কর্ণাটক	অন্ধ্রপ্রদেশ	জম্মু-কাশ্মীর	উড়িশা
২০১৩	কেরালা	অন্ধ্রপ্রদেশ	জম্মু-কাশ্মীর	কর্নাটক	পশ্চিমবঙ্গ	উড়িশা

আমাদের আন্তরিক বাসনা এবং বিশ্বাস, জামাত এবং রাজ্যগুলি কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আর্থিক কুররবানীর ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করবে। এটি একটি কৌতুহল ও ঈমান উদ্দীপ প্রতিযোগিতা হবে আর এর ফলে তাহরীকে জাদীদের সামগ্রিক চাঁদায় বৃদ্ধি ঘটবে এবং ভারতও অগ্রসর হওয়ার তৌফিক লাভ করবে। আল্লাহ্ করুন যেন এমনটিই হয়।

(মানসুর আহমদ মাসরূর)

জুমআর খুতবা

আজকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সকল প্রকার কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকারের সবচেয়ে বেশি জ্ঞান এবং ব্যুৎপত্তি মহানবী (সা.) এর নিবেদিত প্রাণ দাসের মান্যকারীদেরই রয়েছে। আর এর সবচেয়ে স্পষ্ট এবং পরিস্কার ব্যবহারীক বহি:প্রকাশও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীরাই করে থাকে। আজকে পৃথিবী যে ধন সম্পদ একত্রিত করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে, আহমদীদের একটা বিরাট শ্রেণি এমন আছে যারা আয় উপার্জন করে, ধন সম্পদ উপার্জনের পর যখন খোদার পথে আর্থিক কুরবানীর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় তখন তারা আসে ত্যাগ স্বীকার করে আর এসব কিছু সে অব্যাহত শিক্ষা এবং তরবিয়তেরই ফলাফল যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে করে গেছেন।

আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কিছু উপদেশাবলী

মানুষ তাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু যখন আল্লাহ্র পথে খরচ করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, আমি তাকে বর্ধিত রূপে দিই, শাতশত গুণ পর্যন্ত দিই বরং এরও বেশি দিতে পারি।অতএব, আহমদীরা যখন এই কুরবানী করে এবং আহমদীরা যখন মহানবী (সা.) এর এই নির্দেশ বা উক্তি অনুসারে খরচ করে তাদের এই বিশ্বাস থাকে যে আল্লাহ্ তা'লা বর্ধিত রূপে ফেরত দিবেন আর আমাদের সাথে তিনি এই ব্যবহার করবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নতুন ও পুরনো আহমদীদের আর্থিক কুরবানী এবং এর পরিণামে তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার আচরণ এবং তাদের অর্থ-সম্পদে বরকত দানের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর উল্লেখ

খোদার অপার অনুগ্রহে জামা'তের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদীরা খোদার এই ব্যবহার এবং এই প্রতিশ্রুতির অভিজ্ঞতা রাখে।

আহমদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি এই কথা ভালো উপলব্ধি করে যে, এই যুগ যা ইসলামের প্রচারের সম্পূর্ণতার যুগ, যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে পাঠিয়েছেন। যা কুরআনের প্রচার এবং অনুবাদের মাধ্যমে হচ্ছে, বিভিন্ন ভাষায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বই-এর অনুবাদ প্রচার হচ্ছে আর জামা'তের বই পুস্তকের মাধ্যমে হচ্ছে, সাহিত্যের মাধ্যমে হচ্ছে, মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে, মিশন হাউস নির্মাণের মাধ্যমে, জামেয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হচ্ছে। এখন এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়াতে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখান থেকে মুরব্বী এবং মুবাল্লেগ পাশ করে বেরিয়ে ইসলাম প্রচার করছেন। যখন এসব বিষয়াদী আহমদীদের গোচরিভুত হয়। তারা জানে, এর জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে এবং তারা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে। অনুরূপভাবে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই কথাও বলেছেন যে, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিও ঈমানের অঙ্গ। এই সহানুভূতির প্রেরণায় হাসপাতাল এবং স্কুল প্রতিষ্ঠা,এছাড়াও জামাতে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য প্রদানের বিধান এবং ব্যবস্থা রয়েছে। এই সব কিছু নিষ্ঠাবান আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমেই হচ্ছে।

গত বছর জামাত ১,২৫,৮০,০০০ পাউন্ড আর্থিক কুরবানী উপস্থান করেছে।

জামাত আহ্মদীয়া ভারত আল্লাহ্তা'লার কৃপায় বিগত বছরও নিজ স্থানের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে।

তাহরীক-এ-জাদীদের চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধিতে এখনও অনেক সুযোগ আছে।

জামাতের সদস্য এবং ব্যবস্থাপনার বিশেষ দৃষ্টি এর প্রতি নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্ কমপ্লেক্সের আগুন লাগা অংশের নব নির্মাণের জন্য স্বচ্ছল এবং সম্পদশালী ব্যক্তিদের আর্থিক কুরবানীর তাহরীক।

ইয়েমেনের আদিল হামুদ নাখুয সাহেবের মৃত্যু, তাঁর প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৩রা নভেম্বর, ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (৩ নবুয়ত , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (آل عمران:93)

এই আয়াতের অনুবাদ হল, তোমরা আদৌ পুণ্য অর্জনে সক্ষম হবে না যতক্ষণ তোমরা পছন্দনীয় বস্তু থেকে খরচ না কর আর তোমরা যা কিছু খরচ কর আল্লাহ তা'লা সেই সম্পর্কে সবিশেষ অবিহিত।

(সূরা আলে ইমরান : ৯৩)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা সেই বিষয়ে বর্ণনা করেছেন যা সকল যুগে সব সময় আল্লাহ্র পথে আর্থিক কুরবানীকারী মু'মিনরাই ভালোভাবে অনুধাবন করেছেন এবং বুঝেছেন। এর সবচেয়ে বড় বহি:প্রকাশ হয়েছে রসূলে করীম (সা.) এর সাহাবীদের মাধ্যমে, যারা নিজেদের সম্পদ, প্রাণ এবং সময় ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেছেন। এরা সেই শ্রেণি ছিলেন যারা 'আল বির্‌রা' শব্দের প্রকৃত মর্ম ও অর্থ বুঝেছেন। অর্থাৎ পুণ্যের সেই মানকে বুঝেছেন এবং সেই মানে উপনিত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। যা পুণ্যের সবচেয়ে উন্নত মান, যা তাকওয়ার সুমহান মান যা নৈতিক চরিত্রের সবচেয়ে উন্নত মান, যা আর্থিক কুরবানীর, আর্থিক ত্যাগের উন্নত মান, যা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মহান মান বা স্তর।

সুতরাং একটি বর্ণনায় এসেছে এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন হযরত আবু তালহা (রা.) রসূলে করীম (সা.) এর দরবারে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার একটি বাগান আছে যা বায়রুহা হিসেবে পরিচিত আর তা মসজিদে নববীর সন্নিকটে ছিল। তিনি নিবেদন করেন আমার সম্পত্তির মাঝে আমার এই বাগানই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, আজকে খোদার পথে এটি আমি সদকা করছি।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল তফসীর বাব লান তানালুল বিররা.... হাদীস-৪৫৫৪)

এই ছিল সাহাবীদের আন্তরিকতার মান, আর আজকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সকল প্রকার কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকারের সবচেয়ে বেশি জ্ঞান এবং ব্যুৎপত্তি মহানবী (সা.) এর নিবেদিত প্রাণ দাসের মান্যকারীদেরই রয়েছে। আর এর সবচেয়ে স্পষ্ট এবং পরিস্কার ব্যবহারীক বহি:প্রকাশও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীরাই করে থাকে। আজকে পৃথিবী যে ধন সম্পদ একত্রিত করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে, আহমদীদের একটা বিরাট শ্রেণি এমন আছে যারা আয় উপার্জন করে, ধন সম্পদ উপার্জনের পর যখন খোদার পথে আর্থিক কুরবানীর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় তখন তারা আসে ত্যাগ স্বীকার করে আর এসব কিছু সে অব্যাহত শিক্ষা এবং তরবিয়তেরই ফলাফল যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে করে গেছেন। বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্নভাবে তিনি আর্থিক কুরবানীর নসীহত করেছেন। একবার তিনি (আ.) আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

"এ পৃথিবীতে মানুষ অর্থ সম্পদকে অনেক ভালোবাসে এই কারণেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা শাস্ত্রে লেখা আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি (স্বপ্নে) দেখে যে সে নিজের কলিজা বের করে কাউকে দিয়েছে এর অর্থ হল ধন সম্পদ। এই কারণেই প্রকৃত তাকওয়া এবং ঈমান লাভের জন্য বলা হয়েছে যে, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ সত্যিকার পুণ্য বা নেকী আদৌ তোমরা করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্ত খরচ করবে। কেননা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং ভালো ব্যবহারের একটা বিরাট অংশের সম্পর্ক আর্থিক কুরবানীর সাথে রয়েছে। (আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রাপ্য দেয়ার জন্য, তাদের অধিকার প্রদানের জন্য অর্থের প্রয়োজন রয়েছে।) তিনি বলেন, " সব শ্রেণির সৃষ্টির জন্য এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এমন একটি বিষয় যা ঈমানের অঙ্গ, এছাড়া ঈমান কোনভাবে পূর্ণতা লাভ করে না এবং ঈমান বদ্ধমূল হয় না।" (আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিও ঈমানের অঙ্গ,এছাড়া ঈমান কোনভাবে পূর্ণতা লাভ করে না, ঈমান দৃঢ় হয় না। ঈমান পুক্ত হয় না।) তিনি বলেন, " মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানী না করবে কীভাবে অন্যের হিত সাধন করতে পারে। " (অন্যের হিত সাধন এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার জন্য কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক।) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ এই আয়াতে সেই কুরবানী এবং ত্যাগ প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাই খোদার পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করা মানুষের পুণ্য এবং তাকওয়ার মাপকাঠি। (তাকওয়ার যে মাপকাঠি এটি সেই মাপকাঠি যার মাধ্যমে তাকওয়ার পরিমাপ করা হয়।)তিনি বলেন, "হযরত আবু বকর (রা.) এর জীবন খোদার পথে উৎসর্গ করা সেই মানদণ্ড ছিল। দেখুন, মহানবী (সা.) (ধর্মের) একটি প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন আর তিনি ঘরের সকল আসবাব পত্র নিয়ে এসে দণ্ডায়মান হোন।"

(মালফুযাত,২য় খন্ড,পৃষ্ঠা ৯৫,সন ১৯৮৫, লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

অতএব এটি সেই সর্বোচ্চ মানদণ্ড যা হযরত আবু বকর (রা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরপর নিজের অবস্থা অনুসারে হযরত উমর (রা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত আবু বকরের কথা বলেন, যিনি ঘরের সব সাজ সরঞ্জাম নিয়ে আসেন, হযরত উমর (রা.) নিজের ঘরের অর্ধেক সাজসরঞ্জাম নিয়ে আসেন। অন্যান্য সাহাবীরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে কুরবানী করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

(মালফুযাত,২য় খন্ড,পৃষ্ঠা ৯৫,সন ১৯৮৫, লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

এটি সেই প্রেরণা, এটি সেই মানদণ্ড যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই সমস্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চান। আমি যেভাবে বলেছি যে অনেক আহমদী এমন আছে যারা কুরবানীর উন্নত মানে উপনিত হওয়ার চেষ্টা করে। যখন তারা কুরআন, হাদীস এবং একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উক্তি পাঠ করে তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে এই কথার প্রতি যে, আল্লাহ্‌র পথে যারা ব্যয় করে তাদের ধন এবং জন সম্পদে আল্লাহ্ তা'লা বরকতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষ তাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্ত যখন আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, আমি তাকে বর্ধিত রূপে দিই, শাতশত গুণ পর্যন্ত দিই বরং এরও বেশি দিতে পারি। অতএব, আহমদীরা যখন এই কুরবানী করে এবং আহমদীরা যখন মহানবী (সা.) এর এই নির্দেশ বা উক্তি অনুসারে খরচ করে তাদের এই বিশ্বাস থাকে যে আল্লাহ্ তা'লা বর্ধিত রূপে ফেরত দিবেন আর আমাদের সাথে তিনি এই ব্যবহার করবেন। যেমন তিনি বলেছেন, " যে তার পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুরও আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করে আর খোদা তা'লা পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন।" এটি খুবই স্মরণ রাখার জরুরী। প্রতারণার ভিত্তি তে উপার্জিত পয়সা আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন না, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র উপার্জন গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি পবিত্র উপার্জন খোদা তা'লার পথে ব্যয় করে আল্লাহ্ তা'লা সেই খেজুর ডান হাতে গ্রহণ করেন (অর্থাৎ খেজুর সমান আয় হোক না কেন) আল্লাহ্ তা'লা সেটিকে বৃদ্ধি করবেন এবং সেটি পাহাড়সম হয়ে যাবে। তিনি বলেন: যেভাবে তোমাদের কেউ ছোট বাছুরকে লালন-পালন কর এবং বড় এক প্রাণীতে পরিণত করে সেটিকে।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত বাব সাদকা, হাদীস-১৪১০)

এ যুগে যখন আমরা যখন এগুলো পড়ি আর এ কথাগুলো শুনি, রসূলে করীম (সা.) এর উক্তি শুনি তো অতীতের কোন কাহিনী হিসেবে নয় বরং আজও যারা কুরবানী করে, যারা ত্যাগ স্বীকার করে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে আর যারা কুরবানী করে তাদের আয় আল্লাহ্ তা'লা বৃদ্ধি করেন এবং তাদের ঈমান আল্লাহ্ তা'লা বৃদ্ধি করেন। এখানে আমি এ সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করবো।

ক্যামরুন আফ্রিকার একটি দেশ, সেখানকার মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব বলছেন, সেখানকার একজন মুয়াল্লেম আবু বকর সাহেব। তিনি বলেন: একজন আহমদী যিনি গত বছর বেকার ছিলেন, আয় উপার্জন ছিল না, নাম হল আব্দুল্লাহ। অবস্থা এত সোচনীয় ছিল যে, পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা তার জন্য কঠিন ছিল। সেই অবস্থায় একদিন সে নামাযে জুমুআর জন্য আসেন, নামাযে জুমুআর পর সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ সাহেব যখন তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেন তখন তার পকেটে ছিল দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা। তিনি ঘোষণা শোনার পরই পুরো অংক তাহরিকে জাদীদের খাতে দিয়ে দেন, কিছু দিন পর পুনরায় কেন্দ্রে আ সেন এবং বলেন আল্লাহ্ তা'লা আমার চাঁদা গ্রহণ করেছেন আর এক সপ্তাহের ভিতরেই একটি প্রাইভেট কোম্পানি আমাকে চাকরি দিয়েছে আর আমার বেতন এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক সিফা নিদ্ধারণ করেছে যা আমার চাঁদার দশগুণ বেশি। প্র ত্যেক মাসে আমি তা পাব, এটি খোদার বিশেষ কৃপা। তিনি বলেন তাই আমি প্রথম মাসের বেতন জামাতকে চাঁদা হিসেবে দিচ্ছি। এরা দারিদ্র মানুষ, গরীব মানুষ, খোদা তা'লা কীভাবে তাদের এসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন,আশিষ মণ্ডিত করেন । আরও একটি উদাহরণ আছে।

একজন নতুন বয়আতকারী আহমদী দাউদ সাহেব কঙ্গো ব্রাজবিলের অধিবাসী। আফ্রিকার একটি দেশ। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাকে বলা হয়েছে যে, অন্তত পক্ষে আপনি প্রত্যেক জুমুআ আহমদীয়া মসজিদে পড়ার জন্য আসুন। জুমুআ যখন রীতিমত তিনি পড়া আরম্ভ করেন, এক জুমুআর দিন পৃথ ক স্বাক্ষাতে তাকে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং বলা হয় আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে যা-ই দেন তা থেকে কিছু অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যায় করুন। আপনি খোদার পথে যা-ই দিবেন তিনি এরচেয়ে বর্ধিত রূপে আপনাকে ফেরত দিবেন। এটি খোদার প্রতিশ্রুতি। যদি পবিত্র উপার্জন থেকে দাও আল্লাহ্ তা'লা পথে খরচ কর তাহলে আমি ফেরত দিব। এভাবে আপনার অসচ্ছল অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল রূপ নিবে। এই কথা বলে মুবাল্লেগ সাহেব বলছেন যে আমি তাকে ফেরত যাওয়ার জন্য গাড়ী ভাড়াও দিয়ে দেই। এক সপ্তাহ পর তিনি জুমুআর জন্য আসেন। জুমুআর নামাযের পর তাকে খুবই হাস্যজ্জ্বল আনন্দিত দেখাচ্ছিল, কারণ জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বলেন, গত জুমুআয় আপনি চাঁদার জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, মসজিদ থেকে যাওয়ার পূর্বে আমি চাঁদা খাতে একশত ফ্রাঙ্ক সিফা চাঁদা হিসেবে দিয়ে গিয়েছি। চাঁদা দেওয়ার পর ঘরে পৌঁছতেই দেখি এক প্রতিবেশী বন্ধু যে কয়েক মাস থেকে কিছু কাঠ বা জালানি ইন্ধন যা আমাদের উঠানে রেখেছিল সে হঠাৎ করে তা নেয়ার জন্য আসে আর যাওয়ার সময় আমার হাতে চার হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা দিয়ে দেয়, আমি আনন্দিত হই যে চাঁদা দিয়ে মাত্র ঘরে পৌঁছলাম। একই সাথে আল্লাহ্ তা'লা চল্লিশ গুণ বর্ধিত রূপে আমাকে ফেরত দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে তাঞ্জানিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন একজন নতুন বয়আতকারী উবায়েত কুঙ্গী সাহেব বর্ণনা করেন, পেশাগতভাবে আমি রাজ মিস্ত্রী। পাঁচ মাস থেকে বিশেষ কোন কাজ পাচ্ছিলেন না, কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন ছিলেন, স্ত্রী সন্তানও বড় কষ্টে দিনাতিপাত করছিল। একদিন মুয়াল্লেম সাহেব আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানান, তিনি বলেন, তখন আমি আরো বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ি, কেননা আমার কাছে যে পয়সা ছিল তার মাধ্যমে শুধু সেই দিনের জন্য সন্তান সন্ততির ব্যবস্থা করা সম্ভব সম্ভবত। মুয়াল্লেম সাহেব যেহেতু বলেন যে,আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানী করলে আল্লাহ্ তা'লা বরকত দেন, আশিষ মণ্ডিত করেন। তাই আমি সিদ্ধান্ত করেছি এই অংক আমি চাঁদা খাতে দিয়ে দিব, আমি তাই করেছি। এরপর আমার হৃদয়ের ধারণা জাগ্রত হল যে, আজকে আমার সন্তানরা কি খাবে? মাত্র এই কথা ভাবছিলাম, কিছুক্ষণ না কাটতেই আমি সংবাদ পাই যে, এক জায়গায় নির্মাণ কাজ চলছে, আমি যেন সেখানে গিয়ে এখনই মাপ পরিমাপ আরম্ভ করি আর একই সাথে বেতন হিসেবে আমাকে কিছু অগ্রীম টাকা দেয়া হয় যা দেখে আমি আশ্চর্য হই যে, পাঁচ মাস থেকে আমি সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম, আল্লাহ্‌র পথে খরচ করতেই তাঁর পক্ষ থেকে বরকত এবং আশিসের দ্বার খুলে গেছে। আমি যখন আল্লাহ্‌র পথে খরচ করলাম এরপর আমার অবস্থায় পরিবর্তন আসতে থাকে। এখন আর কোনভাবেই চাঁদা দেওয়া বন্ধ করবো না। আল্লাহ্ তা'লা এভাবে নতুন বয়আতকারীদেরকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখিন করেন।

মালি আফ্রিকার আরেকটি দেশ, সেখানকার এক ব্যক্তি লাসিনা (Lassina) সাহেব যিনি তিন চার বছর পূর্বে বয়আত করার সৌভাগ্য

পেয়েছেন। তিনি তার যৎসামান্য আয় থেকে পাঁচশত ফ্রাঙ্ক সিফা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তিনি বলছেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতে যোগদান এবং চাঁদা আদায়ের পূর্বে ব্যবসা বাণিজ্য ভাল ছিল না, কিন্তু চাঁদার কল্যাণে ব্যবসা বাণিজ্যে আল্লাহ্ তা'লা অসাধারণ বরকত সৃষ্টি করেছেন, উন্নতি দিয়েছেন, আল্লাহর ফজলে তিনি এখন ওসীয়্যতও করেছেন। (প্রথমে তিনি তাহরীক-এ-জাদীদের খাতে পাঁচশত চাঁদা আদায় করতেন) এখন পাঁচশত এর জায়গায় ৩৫ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা মাসিক চাঁদা দিচ্ছেন। তার গয়ের আহমদী বন্ধু ব্যবসা বাণিজ্যে এই উন্নতি দেখে মনে করে হয়ত আমাদের জামাত তাকে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে।

ফ্রান্সের একজন নতুন বয়আতকারী হামজা সাহেব লিখছেন যে, বয়আতের পর জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংবাদ যখন পেলাম তখন আমার আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল, চাঁদা দেয়ার মত পয়সা ছিল না। কোন কোন আহমদী বন্ধু আমাকে বলেন যে, চাঁদাতে অনেক বরকত রেখেছেন আল্লাহ্ তা'লা, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা বহুগুণ বর্ধিত রূপে বিনিময় দিয়ে থাকেন। যাইহোক তিনি বলেন, আমার কাছে ৬০ ইউরো ছিল আমি ভাবলাম খোদার পথে চাঁদা হিসেবে দেই, এরপর যা হবে দেখা যাবে। চাঁদা দেয়ার মাত্র কয়েক দিনই কেটেছে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট ঘরে আসে আমি দেখলাম আমার এ্যকাউন্টে কোন স্থান থেকে ৬শত ইউরো এসেছে,আমি খবরাখবর নিয়ে জানলাম যে সরকারের আমার ৬শ ইউরো দেয়ার ছিল যা পূর্বে তাদের রেকর্ডে ছিল না, এভাবে চাঁদা হিসেবে আমি যে টাকা দিয়েছি আল্লাহ্ তা'লা বহুগুণ বর্ধিতরূপে আমাকে ফেরত দেন, যার কথা আমি ভাবতেও পারতাম না।

তাঞ্জানিয়ার আমীর সাহেব লেখেন, আহমদ সানী সাহেব যিনি ডোডোমা (Dodoma) রিজন এর অধিবাসী এবং মুসীও। তিনি ৫০ হাজার সিলিং ওয়াদা লিখিয়েছেন, যা অনেক পূর্বেই তিনি আদায় করেছেন। কিন্তু পুনরায় গত মাসে তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখেন (অর্থাৎ হুযূরকে) যে আমি (অর্থাৎ হুযূর) তার ঘরে গিয়েছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, জমি থেকে স্বর্ণ বের করার কাজ কি আপনি করেন? তিনি বলেন যে, জি হুযূর! কিন্তু ব্যাবসা ভালো চলছে না। এরপর আমি তার দিকে তাকালাম আর একই সাথে কোন স্থান থেকে আওয়াজ আসে যে তাহরিকে জাদীদের চাঁদা বৃদ্ধি কর। তিনি বলছেন সানী সাহেব দেশী চিকিৎসা করে থাকেন। এই ক্ষেত্রে একজন দক্ষ মানুষ, এই স্বপ্নের পর আল্লাহ্ তা'লা তার হাতে অসাধারণ জোশ এবং বরকত রেখে দেন। গত এক মাস থেকে দূর দূর থেকে তার কাছে অনেক রোগী আসছে। আয় অসাধারণভাবে বেড়ে যায়। স্বপ্ন দেখার পর গত এক মাসে তিনি আরো চার লক্ষ সাতাশ হাজার সিলিং অতিরিক্ত চাঁদা তাহরীক-এ-জাদীদে আদায় করেন। নিজ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি চাঁদা দাতা তিনি।

ভারতের বেঙ্গলোরের নিষ্ঠাবান যুবক তিনি বেকার ছিলেন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল না। চাকরী না থাকার কারণে ঘরের মাসিক কিস্তিও তিনি পরিশোধ করতে পারেন নি, তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টার বলেন যে, আমি তার ঘরে যাই, তার অবস্থা জানার পর আমি আর কোন কথা না বলে নীরব থাকি কিন্তু তিনি নিজেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন,তখন আমি বললাম, আপনার অবস্থা আমি পু রোপুরি জানতাম না, প্রথমে আমার ধারণা ছিল যে, আপনার কাছ থেকে তাহরীকে জাদীদের এক লক্ষ রুপিয়ার ওয়াদা নিব কিন্তু এখন আপনার অবস্থা সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি তাই আমি আর কিছু বলছি না, আপনি আপনার সাধ্য অনুসারে যা চান লিখিয়ে দেন। তখন সেই আহমদী বলেন যে, আপনি এক লক্ষ রুপিয়ার ওয়াদা লিখে নিন। আমি খোদার ওপর নির্ভর করব,ইনশাআল্লাহ পরিশোধও হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা অশেষ কৃপা প্রদর্শন করেছেন, পুনরায় তিনি চাকরী পান এবং খুব ভাল চাকরী হয় তার। দু'বছর অর্থাৎ এ বছর আর গত বছরের ওয়াদার টাকা পরিশোধ করেন।

মায়োটি আইল্যান্ড, একটি দ্বীপের নাম, সেখানকার মুবাল্লেগ সাহেব লিখছেন, খুবই দরিদ্র দেশ, বড় কষ্টে ঘরে মানুষ সবজি ইত্যাদি বিক্রি করে দিনাতিপাত করে থাকে। এক আহমদী বন্ধু রবিউন সাহেব একটি মটর সাইকেলের দোকানে কাজ করেন, সবচেয়ে বেশি চাঁদা তিনি দেন, তিনি বলছেন যে, খোদার নিয়ম বড় অদ্ভূত আমি যত বেশি চাঁদা দেই মাসের শেষে তার দ্বিগুণ টাকা আমার হাতে ফিরে আসে। একদিন তার স্ত্রী বলেন যে, আপনি এত বেশি চাঁদা কেন দেন, তিনি বলেন যে,আল্লাহ্ তা'লা এই চাঁদা দিগুণ রূপে ফেরত দেন তাই আমি দেই। তার স্ত্রীর সামনেই তিনি চাঁদা স্বরূপ কিছু টাকা দেন এবং বলেন যে, দেখ খোদা তা'লা এই টাকা আমাকে অবশ্যই ফেরত দিবেন, এমনই হয়েছে। মাসের শেষে দোকানের মালিক সকল কর্মীদের বোনাস দেয়, তিনি বোনাস স্বরূপ যে টাকা পেয়েছে তা চাঁদার অংকের চেয়ে বেশি ছিল। তিনি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আর্থিক কুরবানীতে ক্রমাগতভাবে উন্নতিই করছেন।

কানাডা থেকে আমীর সাহেব লিখেছেন লাজনার সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ সফরের সময় বোনেদের বলেন, হযরত মুসলেহ মওউদ যখন এই তাহরীকের আহ্বান করেন তখন তিনি বলেন যে, তোমাদের মাসিক বেতনের অর্ধেক অথবা পুরো তাহরীকে জাদীদের খাতে দাও। আমি এক বোনকে এটি বললাম, তিনি পার্ট টাইম চাকরী করতেন কিন্তু তিনি ফুল টাইম চাকরীর বাসনা ছিল যে ফুল টাইম চাকরী পেলে পুরো মাসের বেতনই আমি তাহরীকে জাদীদের খাতে দিয়ে দিব, তিনি ফুল টাইম চাকরী পান আর পাঁচ হাজার ডলার বেতন নির্ধারণ হয়যা তিনি তাহরীকে জাদীদের খাতে উপস্থাপন করেন। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

খোদার অপার অনুগ্রহে জামা'তের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদীরা খোদার এই ব্যবহার এবং এই প্রতিশ্রুতির অভিজ্ঞতা রাখে। পুরোনো আহমদী, নতুন আহমদীরা অনেক নবাগত আহমদীরা তাদের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত ঘটনা শোনান। কুরবানীর বিষয়টি বিশেষ করে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের বিষয়টি জামা'তে আহমদীয়ার একটি সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এ যুগে। আহমদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি এই কথা ভালো উপলব্ধি করে যে, এই যুগ যা ইসলামের প্রচারের সম্পূর্ণতার যুগ, যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে পাঠিয়েছেন। যা কুরআনের প্রচার এবং অনুবাদের মাধ্যমে হচ্ছে, বিভিন্ন ভাষায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বই-এর অনুবাদ প্রচার হচ্ছে আর জামা'তের বই পুস্তকের মাধ্যমে হচ্ছে, সাহিত্যের মাধ্যমে হচ্ছে, মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে, মিশন হাউস নির্মাণের মাধ্যমে, জামেয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হচ্ছে। এখন এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়াতে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখান থেকে মুরব্বী এবং মুবাল্লেগ পাশ করে বেরিয়ে ইসলাম প্রচার করছেন। যখন এসব বিষয়াদী আহমদীদের গোচরিভুত হয়। তারা জানে, এর জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে এবং তারা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে। অনুরূপভাবে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই কথাও বলেছেন যে, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিও ঈমানের অঙ্গ। এই সহানুভূতির প্রেরণায় হাসপাতাল এবং স্কুল প্রতিষ্ঠা,এছাড়াও জামাতে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য প্রদানের বিধান এবং ব্যবস্থা রয়েছে। এই সব কিছু নিষ্ঠাবান আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমেই হচ্ছে। যাদের খোদার সত্তায় এই দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তিনি তাদের এই কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকারকে এই পৃথিবীতেও ফলবান করেন আর পরকালেও ফলপ্রদ করবেন। ইনশাল্লাহ। যদি কোথাও ত্রুটি থেকে যায় তাহলে প্রায় কোন কোন সময় এটি দেখা গেছে যে, ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না, যদি রীতিমত মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় তাহলে মানুষের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।এই সম্পর্কেই মনোযোগ আকৃষ্ট করা সম্পর্কে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে ঃ-

"এ কথাও বলা যেতে পারে যে, অধিকাংশ মানুষকে এটি বলতে হয় না যে, জামাতের জন্য চাঁদার প্রয়োজন রয়েছে।" তিনি বলেন, "অনেক মানুষ এমন আছে যারা বয়আতের সময় অঝোরে কাঁদে, যদি তাদেরকে বলা হয়, তারা অবশ্যই চাঁদা দিবে কিন্তু অনুপ্রাণিত করা আবশ্যক।" তিনি বলেন যে,"দুর্বল ভাই যদি থাকে, প্রত্যেক দুর্বল ভাইকেও চাঁদার তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত কর"(মালফুযাত ৬ষ্ঠ খন্ড,পৃষ্ঠা ৪১ টীকা,সংস্করণ ১৯৮৫,লন্ডন থেকে প্রকাশিত) (তাদের অনুপ্রাণিত কর, আহবান কর।) এই কথা আজও যেমন আমি বলেছি ,সম্পূর্ণভাবে সঠিক। যদি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় তাহলে মানুষের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় আর এই কারণে আমি যখন বলেছিলাম যে, তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করুন, সেই সংখ্যা এ কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দৃষ্টি আকর্ষ ণের ফলে আহমদী শিশুদের মাঝেও ত্যাগের এক প্রেরণা এবং চেতনা পরিলক্ষিত হয়।

কেনিয়ার নিকুড়ো থেকে মুরব্বী সাহেব লিখছেন যে, আবুবকর কিবি সাহেব যিনি এখন সেখানকার প্রেসিডেন্ট। কেনিয়া ডিফেন্স ফোর্সে তিনি সার্জেন হিসেবে কাজ করেন। খুবই নিবেদিত প্রাণ আহমদী। মসজিদ থেকে দূরে থাকেন, সেনানিবাসে। দীর্ঘ সফর অতিক্রম করে জুমুআর দিন অবশ্যই উপস্থিত হন, একই সাথে নিজের তিন কন্যাকেও সাথে আনার তার চেষ্টা থাকে এবং নিয়ে আসেন। ক্যাম্পে নিজের ঘরে বিশেষভাবে চেষ্টা করে ডিস লাগিয়েছেন, একইসাথে তার সাথে যে সমস্ত সহকর্মী সেনা রয়েছে তাদেরকে প্রায় সময় এমটিএ দেখান। তিনি বলছেন যে,আমি কিছুকাল থেকে প্রায় সব খুতবাই তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব স্পষ্ট করছিলাম, কয়েক দিন পূর্বে জুমুআর নামাযের পর তিনি মুরব্বী সাহেবকে বলেন যে, আমার

মেয়েরাও খুতবা শুনে। এমাসে তাদের ঘরে এক মেহমান আসে, যাওয়ার সময় আমার ছোট কন্যা সুমেরাকে যার বয়স কেবল পাঁচ বছর তার হাতে পঁচিশ সিলিং উপহার হিসেবে ধরিয়ে দেয়, মেহমান যখন চলে যায় সেই মেয়ে তার পিতার কাছে আসে, বিশ সিলিং পিতাকে দিতে গিয়ে বলে যে, বিশ সিলিং তাহরীকে জাদীদের খাতে চাঁদা হিসেবে প্রদান কর, বাকী পাঁচ সিলিং আমি কিছু খাওয়ার জন্য ক্রয় করব।

পুনরায় লাইবেরিয়া থেকে মুবাল্লেগ সাহেব লিখছেন যে, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের সময় মাগিমা (Magima) জামাতের এক ঘরে যাই, তাদেরকে বুঝিয়েছি যে তাহরীকে জাদীদ কাকে বলে আর এতে ছোট বড় সবাই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে , সামর্থ্য অনুসারে আপনারা এতে অংশ নিতে পারেন। এই ঘরে একটা ছোট মেয়ে ছিল, যার বয়স হবে ছয় সাত বছর, তার নাম হল বিনতুস সুমাবিরা (Binto Samawera)। সে ঝুড়িতে ছোট ছোট জিনিস রেখে বিক্রি করছিল, আমাদের কথা শুনে সে বলে শিশুরাও কি এ খাতে যৎসামান্য পয়সা দিয়ে যোগ দিতে পারে? আমি বললাম যে, হ্যাঁ। এটি শুনে সে ছুটে ভিতরে যায় আর ২০টি লাইবেরিয়ান ডলার নিয়ে আসে আর বলে যে, আমার কাছে এটিই আছে। আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করুন। তার এই নিষ্পাপ কর্ম দেখে তার পিতা মাতাও চাঁদা প্রদান করে।

অতএব, এই যে ত্যাগ এবং কুরবানীর দৃষ্টান্ত তা কেবল আহমদীদেরই বিশেষত্ব। শিশু হোক বা বড় পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসবাসকারী হোক না কেন তারা। শিশুদের ত্যাগ এবং আর্থিক কুরবানী তাদের পাক এবং পুত পবিত্রেরই ডাক। খোদা তা'লা করুন কিয়ামত পর্যন্ত জামাতে এমন শিশু এবং বড় মানুষের জন্ম হতে থাকে, যারা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণায় সমৃদ্ধ হবেন এবং নিজের অঙ্গীকার রক্ষাকারী হবেন।

আপনারা জানেন যে, নভেম্বর মাসে তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের বরকতপূর্ণ ঘোষণা প্রদান করা হয়ে থাকে। আজকে আমি তাহরীকে জাদীদের ৮৪তম বছরের ঘোষণা দিতে গিয়ে গত বছরের কিছু পরিসংখ্যান উপস্থাপন করব। তাহরীকে জাদীদের ৮৩তম বছরের সমাপ্তি ঘটেছে আর ৮৪তম বছর যেভাবে আমি বলেছি নভেম্বর থেকে আরম্ভ হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে এ বছর তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অধিনে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৮০ হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানী দেয়ার জামাত সৌভাগ্য পেয়েছে,আলহামদুলিল্লাহ। এই চাঁদা সংগ্রহ গত বছরের চেয়ে ১৫ লক্ষ ৪৩ হাজার পাউন্ড বেশি। মোট সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের বাইরে জার্মানি প্রথম স্থান অধিকার করেছে। জার্মানিতে একশত মসজিদ স্কিমের অধিনেও বন্ধুরা অনেক বড় বড় আর্থিক কুরবানী করছে, খোদ্দাম, আনসার, লাজনারা অনেক বড় বড় অংক তাদের দ্বায়িত্বে নিয়েছে, এরজন্য প্রায় তিন মিলিয়ন ইউরো তারা একত্রিত করেন, এত বেশি ধনী মানুষও সেখানে নেই, কিন্তু খোদার ফজলে অসাধারণ ত্যাগ এবং কুরবানীর চেতনা তাদের মাঝে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আর্থিক ব্যাপকতা এবং প্রাচুর্য দিয়ে তাদের এই কুরবানী বা ত্যাগকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ব্রিটেন, তৃতীয় আমেরিকা, চতুর্থ কানাডা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়া, সপ্তম ইন্দোনেশিয়া, অষ্টম স্থান অধিকার করেছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ আর নবম স্থান অধিকার করেছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামা'ত আর দশম স্থানে রয়েছে ঘানা।

মাথাপিছু চাঁদা প্রদানের দিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দু'টো জামাত এরপর রয়েছে সুইজারল্যান্ড, তারপর ব্রিটেন। ব্রিটেনে অংশগ্রহণকারীদের যে সংখ্যা রয়েছে এটি সেই সংখ্যার চেয়ে অনেক কম, যে সংখ্যা জলসায় আহমদীরা যোগ দিয়ে থাকে। (অথচ জলসায় একশতভাগ আহমদী আসে না) তার অর্থ হল এই দিকে পুরো মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। পঞ্চম স্থানে রয়েছে আমেরিকা, ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে অষ্ট্রেলিয়া, সপ্তম স্থানে জার্মানি আর জার্মানির জলসায় যোগদানকারীদের সেই সংখ্যার যথেষ্ট কাছাকাছি যে সংখ্যা তারা জলসায় যোগদান করে, তার অর্থ হল সেখানকার সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ এবং সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীরাও মানুষকে চাঁদায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভাল চেষ্টা করেছে এবং ৮ম স্থান অধিকার করেছে সুইডেন, এরপর নরওয়ে এবং কানাডা রয়েছে যথাক্রমে।

আফ্রিকান দেশগুলোতে মোট সংগ্র হের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য জামাত হল ঘানা,নাইজেরিয়া, মালী, ক্যামেরুন, লাইবেরিয়া এবং বেনিন।

অংশগ্রহণকারীদের মোট সংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েক বছর থেকে বলে আসছি,অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত, টাকা তো এসেই যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, সবার কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা উচিত, এক পয়সা হলেও। যেভাবে বিন্দু বিন্দু থেকে সিন্ধু হয়, এভাবে এক এক পয়সা করে নিলেও অনেক টাকা একত্রিত হয়।

(মালফুযাত ৬ষঠ খন্ড,পৃষ্ঠা ৪০,টীকা,সংস্করণ ১৯৮৫ ,লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

যাইহোক, চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথা বলেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই সংখ্যা ১৬ লক্ষের বেশি যারা চাঁদা দাতাদের তালিকা ভুক্ত হয়েছে। এ বছর দুই লক্ষ নতুন চাঁদা দাতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আফ্রিকান দেশগুলোর মাঝে যারা এই সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে নাইজেরিয়া তালিকার শীর্ষে,এখানে ৫৭ হাজার সংখ্যায় নতুন মানুষ চাঁদা দাতাদের তালিকায় যোগ দিয়েছেন। এরপর রয়েছে ক্যামেরুন, এখানে ২৩ হাজার, এরপর বেনীন, আইভোরিকোষ্ট, নাইজেরিয়া, গিনিকোনাগরি, মালী, গিনিবাসাও, গাম্বিয়া, সেনেগাল, বুর্কিনাফাঁসো রয়েছে যথাক্রমে। আফ্রিকার বাইরের জামাতগুলোর মাঝে ইন্দোনেশিয়া প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ভারত, আমেরিকা, কানাডা। তাদের চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যাইহোক চাঁদা সংখ্যা বৃদ্ধির এখনও অনেক সুযোগ আছে, এদিকে জামাতগুলোর দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

পাকিস্তানে সেখানকার আমারতের ব্যবস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন এসেছে তাই জেলার পরিবর্তে প্রথম শহরের জামাতের আর্থিক কুরবানীর যে তালিকা দেয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে রাবওয়া প্রথম স্থানে রয়েছে এরপরে ইসলামাবাদ, এরপর লাহোর টাউনশীপ এরপর রয়েছে আজিজাবাদ করাচি, এরপর লাহোরের দেহ্লিগেট, রাওয়াল পিন্ডি, মুলতান, পেশাওয়ার, কোয়েটা এবং গুজরানওয়ালা রয়েছে যথাক্রমে।

জেলা পর্যায়ে পাকিস্তানে যে সমস্ত জেলা বেশি আর্থিক কুরবানী করেছে, সেগুলো হল সারগোদা, ফয়সালাবাদ, উমরকোট ৩য়, গুজরাত ৪র্থ, নারওয়াল ৫ম, হায়দ্রাবাদ ৬ষ্ঠ, মিরপুর খাস ৭ম, ভাওয়ালপুরও উকাড়া ৮ম,ভাওয়ালপুর এবং উকাড়া একই স্থানে রয়েছে। এরপর টোবাটেক্সিং ৯ম এবং কোর্টলি ও কাশ্মীর ১০ম।

জার্মানির প্রথম দশটি জামা'ত হল-নয়েস প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর রোডার মার্ক, ওয়নেগার্ডেন, নিদা, পেনিবার্গ, মাহদী আবাদ, হাইডিলবার্গ, লিমবুর্গ, কিল এবং ফ্লোরেযহাইম যথাক্রমে। তাদের দশটি বড় আমারতের মাঝে হ্যামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, মোয়ের ফিডল্ন, গ্রসগ্রাও,উইযবাদেন, ডেটস্টানবাখ, ম্যানহাইম ও রেডস্টেড, ডিস্টের্ট, ডামস্ট্যাড এবং অফেনবাখ।

যুক্তরাজ্যের দশটি বড় জামাত যথাক্রমে এক নম্বরে রয়েছে মসজিদ ফযল, ২য় উষ্টারপার্ক, ৩য় বার্মিংহাম সাউথ, তারপর ব্র্যাডফোর্ড, পার্টনি, গ্লাসগো, ইসলামাবাদ, নিউ মল্ডেন, জিলিংহাম, এবং স্ক্যানথর্প।

মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকে রিজনগুলি হল সাউর্থয়েষ্ট প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর নর্থইস্ট ২য়, ইসলামাবাদ ৩য়, মিডল্যান্ড ৪র্থ, স্কটল্যান্ড ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

আমেরিকার জামা'তগুলো হল, সিলিকন ভেলি প্রথম স্থান অধিকার করেছে এরপর ওয়োকোস (Oshkosh) ২য়, সিয়াটল (Seattle) ৩য়, ডেট্রয়েট ৪র্থ, ইয়ার্ক ৫ম,লস এ্যাঞ্জেলেস ৬ষ্ঠ, সিলভার স্প্রিং,সেন্ট্রাল জার্সি,শিকাগো, সাউথ ওয়েস্ট,আটলানটা, লস এ্যাঞ্জেলেস , ইনলেন্ড যথাক্রমে।

সংগ্রহের দিক থেকে কানাডার স্থানীয় আমারতগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছেভোন, তারপর পিস ভিলেজ, ব্রম্পটন, ভেনকুভার এবং মিসিসাগা।

ভারতের প্রদেশগুলো হল, যথাক্রমে কেরালা,কর্নাটক, ৩য় স্থানে রয়েছে জম্মু-কাশ্মীর, ৪র্থ স্থানে রয়েছে তেলেঙ্গানা, ৫ম তামিলনাড়ু, ৬ষ্ঠ উড়িষ্যা, ৭ম পাঞ্জাব, ৮ম পশ্চিমবঙ্গ, ৯ম দিল্লি এবং দশম স্থান অধিকার করেছে মহারাষ্ট্র।

দশটি বড় জামাতের ভিতর প্রথম স্থানে রয়েছে কালিকট (কেরালা), পাথাপ্রেরম (কেরালা) ২য়, ৩ নম্বর হয়েছে কাদিয়ান, ৪র্থ স্থানে রয়েছে হায়দ্র াবাদ, ৫ম স্থান অধিকার করেছে কোলকাতা, ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে বেঙ্গালুরু, কিনানূর টাউন, প্যাঙ্গাডি, মাথোটেম এরপর কেরুলাই যথাক্রমে।

অস্ট্রেলিয়ার দশটি জামা'তের মাঝে প্রথমটি হল ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন, বেরভিক, Act ক্যানভেরা, মার্সডন পার্ক, ব্রিসবেন লোগান, এডিলেড সাউথ, প্লাম্পটন, মেলবর্ন, লাংওয়ার্ন, বেজেথ এবং মেলবোর্ন ইষ্ট।

আল্লাহ্ তা'লা সকলের ধন এবং জন-সম্পদে অশেষ বরকত দিন। এরপর আমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আরো একটি আহ্বান করতে চাই যা যুক্তরাজ্যের সকলের জন্য আর পৃথিবীর সচ্ছল বন্ধু যারা রয়েছেন তাদের জন্যও, তা হল

প্রায় দুই বছর কেটে গিয়েছে হয়তো, বায়তুল ফুতুহতে যখন এক অংশে আগুন লাগে সেই ক্ষতিগ্রস্ত অংশের পুণর্নির্মাণের সাথে সম্পর্ক রাখে এই তাহরীক বা আহ্বান। কিছু বছর থেকে ১৯৮৪ থেকে এখানে খিলাফত আসার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এখানে এসে থাকে। তাদের আবাসন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অঙ্গ সংগঠন এবং জামা'তের বড় বড় প্রতিনিধি দল এমনিতেই সারা বছর আসতে থাকে। তাদের আবাসনের সমস্যা রয়েছে। মসজিদের সাথে সন্নিবেশিত হল এবং কক্ষ ছিল পূর্বে সেখানে ব্যবস্থা হয়ে যেত,জ্বলে যাওয়ার পর এখন এত বড় সমস্যা রয়েছে, এটিকে নবভাবে নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণিত হয়েছে। অনেক বড় প্রজেক্ট এটি। জায়গা কিছুটা বেশি কিন্তু অনেক বড় প্রজেক্ট এটি। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এই মসজিদের প্রজেক্টের যখন আহ্বান করেন প্রথম দিকে পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ডের তাহরীক করেছিলেন পরে মসজিদের প্রধান অংশ ছাড়ার জন্য অন্য জায়গায় ব্যয় অনেক বেশি হয়, তিনি পঞ্চাশ লক্ষের তাহরীক আবার করেন। এরপর বিভিন্ন কাজ ধীরে ধীরে চলতে থাকে। জামা'ত নিজেদের বাজেট থেকে তা খরচ করতে থাকে আর অনেকটা কাজ হয়ে গিয়েছিল। যাইহোক এই দুর্ঘটনা ঘটেছে এটি ঐশী তকদীর ছিল, আগুন লেগেছে, একটা বড় অংশ জ্বলে গেছে। এই যে নতুন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে তাতেও প্রায় এত টাকাই খরচ হবে, এগার মিলিয়নের কাছাকাছি। এর অর্ধেক টাকা আমাদের কাছে আছে সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন বা পঞ্চান্ন লক্ষ, যা ইনসুরেন্স থেকে পেয়েছি বা অন্যান্য লোকেরা চাঁদা দিয়েছে, অর্ধেকের বেশি হয়ত দরকার পড়বে। এর জন্য বন্ধুদেরকেই আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যেভাবে তারা সব সময় করে থাকে।

মসজিদ বায়তুল ফুতুহর নির্মাণ শৈলীর দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সৌন্দর্যের দিক থেকে এবং বড় ভবন হওয়ার দিক থেকে ইউরোপের পঞ্চাশটি বড় বিল্ডিং এর মাঝে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন এই প্রজেক্ট দিয়েছিলেন সাথে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আমার আশা এটি ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ হবে বরং এর চেয়ে বড় কোন মসজিদ হবে না। তিনি বলেছিলেন যে, ৭-৮ হাজার মানুষের এতে হয়তো সংকুলান হবে, আমাদের চাহিদা হয়তো এতে মিটে যাবে। কিন্তু মসজিদের স্থান সংকুলান অনুসারে হলসহ দশ হাজারের কাছাকাছি মানুষ ধরে যাবে।

(সংগ্রহ আলফযল ইন্টারন্যাশনাল ৭-১৩ এপ্রিল ১৯৯৫ পৃষ্ঠা, ২৩-২৯ মার্চ ২০০১ পৃঃ৬)

কিন্তু তা-ও দু'তিন বছর পর অপর্যাপ্ত হয়ে যায়, ব্যবস্থাপনাকে এরপর ঘোষণা করতে হত যে, বাইরের জামাতের মানুষ যেন এখানে ঈদের নামায পড়তে না আসেন, আপনারা নিজ নিজ এলাকায় পড়ুন , কিন্তু তা সত্ত্বেও বন্ধুরা জানেন যে, পার্কে আমাদের পৃথক তাঁবু লাগাতে হত এবং ঈদের ব্যবস্থা বাইরেই করতে হত। যাইহোক প্রয়োজন রয়েছে আমাদের যথাসাধ্য এটিকে সুন্দরভাবে বৃহত্তর পরিসরে নির্মাণ করতে পারি করা উচিত, যারা এর পূর্বে এই মসজিদের নির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে নি তাদেরকে চেষ্টা করে অবশ্যই অংশ নেওয়া উচিত। কেননা এটি যুক্তরাজ্য জামাতের পরিকল্পনা বা প্রজেক্ট, তাই সাধারণভাবে এটি যুক্তরাজ্যের আহমদীদের কাজ, যুক্তরাজ্য জামাতের কাজ, তাদের অংশ নেয়া উচিত। বহি:বিশ্বের সচ্ছল এবং সম্পদশালী বন্ধুদেরও এতে অংশ নেওয়া উচিত, অঙ্গসংগঠনগুলোকে অঙ্গসংগঠন হিসেবে, জামাত হিসেবে জামাতগুলিকে, বড় বড় জামাত আছে তাদের এতে অংশ নেয়া উচিত। কেননা সারা বছর এখানে বাইরে থেকে মানুষ আসে। যুক্তরাজ্য জামাত প্রত্যেক মাসে তাদের আতিথ্য করে থাকে এই সংখ্যা এখন সহস্র সহস্র।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেছিলেন যেঃ-

"আলমগীরের যুগে শাহী মসজিদে আগুন লেগে যায়, মানুষ ছুটে বাদশাহ সালামতের কাছে আসে আর বলে যে, মসজিদে আগুন লেগে গেছে, এই সংবাদ শুনে বাদশাহ তাৎক্ষণিকভাবে সেজদাবনত হন এবং খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, লেজুর বৃত্তিতে অভ্যস্ত মানুষ জিজ্ঞেস করে বাদশাহ সালামত! এটি তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় নয়, আল্লাহ্‌র ঘরে আগুন লেগে গেছে, মুসলমানরা ভয়াবহ মর্মপিড়ায় জর্জরিত। বাদশাহ তখন বলেন যে, আমি দীর্ঘকাল থেকে ভাবছিলাম আর শত শত দীর্ঘ নি:শ্বাস ফেলতাম, এই যে, অসাধারণ মসজিদ নির্মাণ হয়েছে আর বিল্ডিং এর মাধ্যমে সহস্র সহস্র মাখলুকের যে উপকার হচ্ছে হায়! যদি এমন কোন পরিকল্পনা হত যে, এই নেকীর কাজে আমার কোন ভূমিকা থাকত। কিন্তু আমি এটিকে চতুর্দিক থেকে এতটা পারফেক্ট বা ত্রুটিমুক্ত দেখতাম যে আমার মাথায় কিছুই আসত না যে আমি কীভাবে পুণ্যের ভাগী হব। আজকে আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য পুণ্য করার একটা পথ বের করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী।"

(মালফুযাত ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৭, সংস্করণ ১৯৮৫ ,লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

অতএব, আমি যেভাবে বলেছি পূর্বে যারা এই আর্থিক কুরবানীতে যোগদান করতে পারে নি তাদের অবশ্যই অংশ গ্রহণ করা উচিত। নিজের যে অংকেরই ওয়াদা করেন তিন বছরের ভিতর দেয়ার চেষ্টা করুন, অন্তত পক্ষে তিনভাগের এক তৃতীয়াংশ প্রথম বছরে অবশ্যই আদায় করুন।

এই পরিকল্পনার যে বিস্তারিত তা হল Covered এলাকা পূর্বে ছিল ৪ হাজার ৭শ বর্গ মিটার। এখন যে নতুন পরিকল্পনা প্রণিত হয়েছে সে অনুসারে ৫ হাজার ৮শ বর্গ মিটার। নাসের হলের ছাদও উঁচু করা হয়েছে। এছাড়া প্রথম ফ্লোরে নূর হল হবে, এর ছাদও কিছুটা উঁচু করা হয়েছে, দ্বিতীয় ফ্লোর -এ বিভিন্ন অফিস হবে এরপর তৃতীয় এবং ৪র্থ ফ্লোরে অফিস, Exhibition Hall, অতিথিদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা গেষ্ট রুম ইত্যাদি হবে। গেইট থেকে কিছুটা দূরে রাখা হয়েছে যেন পার্কিং এর জায়গা হস্তহগ হয়, গাড়ির আনাগোনা সুবিধা হয়। যারা পায়ে হাটে তাদের সুবিদা হয়, পুরুষ এবং মহিলাদের রাস্তা যেন ভিন্ন ভিন্ন হয়। তো এই হল পরিকল্পনা, আল্লাহ্ তা'লা ইউ.কে জামা'তকে এই পরিকল্পনা সফলভাবে সমাপ্ত করার তৌফিক দিন।

নামাযে জুমুআর পর একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। মোকারম আদেল হামুদ নাখুযা সাহেবের জানাযা এটি, যিনি ইয়ামেনের অধিবাসী। ১৪ অক্টোবর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৪০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার পুত্র তারেক সাহেব বর্ণনা করেন বয়আত গ্রহণের পূর্বে আমার পিতা রীতিমত নামায পড়তেন না কিন্তু বয়আত করার পর কেবল রীতিমত নামায পড়া আরম্ভ করেন নি বরং আমাদেরকে ধর্মের গুরুত্ব এবং জামা'তের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার সব সময় নসীহত করতেন, আমাদেরকে সাথে নিয়ে ঘরে রীতিমত জামাতবদ্ধভাবে নামায পড়তেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বই আমাদেরকে পড়ে শোনাতেন। এম.টি.এর ফ্রিকয়েন্সি সংকান্ত কার্ড সব সময় নিজের কাছে রাখতেন। যেখানেই যেতেন এই কার্ড বিতরণ করতেন এবং তবলীগ করতেন। আহমদীয়াত ভুক্ত হয়ে তার জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তার চেহারা সব সময় সৌভাগ্যপূর্ণ এবং আনন্দের লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা যেত।

আলী আর গুরবানী নামে এক আহমদী বন্ধু বর্ণনা করেন বয়আত করার পূর্বে মরহুম আমাকে এবং অন্য কিছু বন্ধুকে বাসায় ডেকে আহমদীয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন, আমরা বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা (আ.) এর জন্ম-মৃত্যু, মাহদীর আবির্ভাব ইত্যাদি বুঝিয়েছি। আমাদের কথা এবং আমাদের বিশ্বাস তার খুব ভাল লাগে, জামাতের বিরুদ্ধে যে কথাই শুনতেন নিজেই গবেষণা করতেন। তার বয়আত গ্রহণের পূর্বে মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে আমাদেরকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু মরহুম তখন অআহমদী হওয়া সত্ত্বেও বড় বীরত্বের সাথে আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন এবং আমাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন।

তাঁর অন্যান্য আত্মীয়রাও এটি লিখেছে যে, বয়আতের পর তার জীবন সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়। ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলার সময়ে সব সময় কুরআনের আয়াত এবং হাদীস উপস্থাপন করতেন, উদ্ধৃতি মূলক কথা বলতেন, আমরা আশ্চর্য হতাম যে, এত ধর্মীয় জ্ঞান এত স্বল্প সময় কোত্থেকে শিখেছেন। আমরা জিজ্ঞেস করলে মরহুম বলতেন যে, সব ধর্মীয় জ্ঞান তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কাছে শিখেছেন। কেননা তিনি রসূলে করীম (সা.) এর আলোতে আলোকিত ছিলেন।

তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া এক পুত্র এবং এক কন্যা রেখেগেছেন। তার পরিবারের বেশির ভাগ সদস্য আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদী।আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার প্রতি মাগফিরাত করুন এবং করুনা প্রদর্শন করুন, তাঁর প্রিয়দের মাঝে স্থান দিন, তার সন্তান সন্ততির আল্লাহ্ তা'লা হেফাজতকারী হন, সাহায্যকারী হন, তাদের অভাব মোচনকারী হন, তাদেরকে নেক এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন এবং পিতার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন।

****

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে এবং যে মানের ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথনির্দেশ মুসলমানদেরকে দিয়েছেন অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে সেই মান পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখন সর্ব স্তরের মুসলমানদের মধ্যেই একটি বিরাট শ্রেণি রয়েছে, নেত্রী স্থানীয় লোক এবং আলেম উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত, যারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের দাবি অনুসারে কাজ করে না। অনুরূপভাবে ঘরে, জনসাধারণের মাঝে, সাধারণ মুসলমাদের ভিতর সাধারণ বিষয়ে ন্যায়বিচার ও ইনসাফের সেই মান সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না, যা আল্লাহ্ তা'লা দেখতে চান আর যা এক মু'মিনের কাছে প্রত্যাশা করা হয়। পারিবারিক বিবাদের ক্ষেত্রে নর নারী উভয়ের পক্ষ থেকেই প্রায় সময় মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়, মিথ্যা সাক্ষী উপস্থাপন করা হয়, অবৈধভাবে অধিকার আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়। বস্তুত বিরাট একটি শ্রেণি এমন আছে যারা নিজেদের অধিকার নেওয়ার জন্য বা নিজেদের অধিকার মনে করে অন্যের অধিকার পদদলিত করার জন্য সত্যকে পুরোপুরি বিসর্জন দেয়

আজকাল সমাজের অনেক সমস্যা এই কারণে দেখা দিয়েছে যে, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের সেই মান প্রতিষ্ঠিত নেই যা আল্লাহ্ তা'লা চান। নিজের কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উপস্থাপন করা এখন একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। পরিতাপের বিষয় হল অনেক সময় আমাদের মাঝেও কিছু মানুষ বস্তুবাদিতা এবং পরিবেশের প্রভাবের কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করা সত্ত্বেও এমন সব কথা বলে বসে এবং এমন সাক্ষ্য দেয়, সত্যের সাথে যার সম্পর্ক নেই।

কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় মতভেদ দেখা দেয় তাই অন্য ধর্মের মানুষ অনেক সময় অন্যায় করে, অত্যাচার এবং অবিচার করে। এমন পরিস্থিতিতে অনুরূপভাবে ভিন জাতি এবং অন্য ধর্মের মানুষের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া আর ন্যায়বিচারের দাবিকে বিসর্জন দেওয়া এক মু'মিনের জন্য শোভা পায় না ।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতের অঙ্গীকার যদি আমাদের রক্ষা করতে হয়, তাঁর মিশনের পরিপূর্ণতা যদি আমাদের দেখতে চাই আর ইসলামের বাণীকে যদি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাতে চাই, তবলীগের দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে এই নীতির ভিত্তিতে সকল উন্নত নৈতিক গুণাবলীতে আমাদের সজ্জিত হতে হবে যা ইসলামী শিক্ষা, যা রসূলে করীম (সা.) শিখিয়েছেন। যা সম্পর্কে আমাদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে এগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। আমাদের সাক্ষ্য যদি সত্য না হয় এবং ন্যায় সম্মত না হয়, যদি আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক রসূলে করীম (সা.) এর উক্তির অনুকূলে বা উক্তি অনুসারে না হয়, যদি আমাদের হৃদয় শত্রুর ক্ষেত্রেও হিংসা বিদ্বেষ মুক্ত না হয় তাহলে আমাদের তবলীগ সত্যিকার সত্য প্রচারকারী তবলীগ হবে না।

আমরা খোদার নির্দেশ অনুসারে নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারব আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতের সুবাদে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারব এবং তাঁর হাতে বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারব। অন্যদের জন্য হেদায়াত এবং ইনসাফের ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ হব। এটিই আমার প্রত্যাশা।

সাবেক নায়েব ওকীলুত তাবশীর রাবওয়া, মাননীয় মুহাম্মদ খান আরিফ সাহেবের কানাডায় মৃত্যু। মরহূমের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১০ই নভেম্বর, ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (১০ নবুয়ত , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۣ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (النساء:136)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۭ اِعْدِلُوْا ۣ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (المائدۃ:9)

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ (الاعراف:182)

আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে এবং যে মানের ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথনির্দেশ মুসলমানদেরকে দিয়েছেন অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে সেই মান পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখন সর্ব স্তরের মুসলমানদের মধ্যেই একটি বিরাট শ্রেণি রয়েছে, নেত্রী স্থানীয় লোক এবং আলেম উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত, যারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের দাবি অনুসারে কাজ করে না। অনুরূপভাবে ঘরে, জনসাধারণের মাঝে, সাধারণ মুসলমাদের ভিতর সাধারণ বিষয়ে ন্যায়বিচার ও ইনসাফের সেই মান সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না, যা আল্লাহ্ তা'লা দেখতে চান আর যা এক মু'মিনের কাছে প্রত্যাশা করা হয়। পারিবারিক বিবাদের ক্ষেত্রে নর নারী উভয়ের পক্ষ থেকেই প্রায় সময় মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়, মিথ্যা সাক্ষী উপস্থাপন করা হয়, অবৈধভাবে অধিকার আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়। বস্তুত বিরাট একটি শ্রেণি এমন আছে যারা নিজেদের অধিকার নেওয়ার জন্য বা নিজেদের অধিকার মনে করে অন্যের অধিকার পদদলিত করার জন্য সত্যকে পুরোপুরি বিসর্জন দেয় বা অন্যের অধিকার পদদলিত করতে গিয়ে মিথ্যা বলে এবং আদালতকেও বিভ্রান্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে বিচারকরা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ভুল রায় দেয়। মনে হচ্ছে যেন পুরো ব্যবস্থাপনাই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। যাই হোক, এই অন্যায় ও অবিচারের কারণে সমাজে পাপের প্রসার ঘটতে থাকে।

এছাড়া দেশীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকার ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করে না। প্রজাদের ক্ষেত্রেও সুবিচারের দাবি অনুসারে কাজ হয় না আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করা হয় না।

আলেমরা ধর্মকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে অথচ মুসলমানদের দাবি হল আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত আর ইসলামই পৃথিবীর সমস্যাবলীর সর্বোত্তম সমাধান দিয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে মুসলমান শ্রেষ্ঠ উম্মত, যদি তারা খোদার নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করে এবং কুরআনী শিক্ষা অনুসরণ করে। নিঃসন্দেহে ইসলামই পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে কিন্তু শর্ত হল ইসলামী শিক্ষা অনুসারে অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আমি যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি সেগুলো তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সূরা থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলো সূরা আন্‌নিসা, সূরা আল মায়েদা এবং সূরা আল আরাফের আয়াত। প্রথম আয়াতটি সূরা আন্ নিসার আর এর অনুবাদ হল- "হে যারা ঈমান এনেছে! খোদার খাতিরে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়তার সাথে ইনসাফকে প্রতিষ্ঠা কর। নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকট আত্মীয়ের বিরুদ্ধেই সাক্ষী দিয়ে হোক না কেন। ধনী হোক বা দরিদ্র

উভয়ের জন্য আল্লাহ্ই সর্বোত্তম তত্ত্বাবধায়ক। অতএব স্বীয় কামনা বাসনার অনুসরণ করবে না। তোমরা যদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বল বা এড়িয়ে যাও তাহলে তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।"

অতএব, এটিই হল ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত নির্দেশ। ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ক্ষেত্রেও আর সামাজিক ক্ষেত্রেও। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ওপর সব সময় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মু'মিনদের জন্য নির্দেশ হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং খোদার নির্দেশ অনুসারে মু'মিনের সাক্ষ্য দেওয়া উচিত। আর এটি তখনই সম্ভব যখন খোদার সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে এবং ঈমানের মান পরম মার্গে উপনীত ও দৃঢ় হবে । মানুষ যদি এ-কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন ইনসাফের ওপর আমাকে দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে আর এই দৃঢ়তা তখনই সৃষ্টি হয় বা এই দৃঢ়তার প্রমাণ তখনই পাওয়া যাবে যখন মানুষ মানুষ নিজের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, নিজ স্ত্রী সন্তানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত থাকে, প্রয়োজন পড়লে পিতামাতার বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে আর নিকট আত্মীয়ের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হলে তা দেওয়ার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে। কামনা বাসনার অন্ধ অনুকরণ মানুষকে ইনসাফ বা ন্যায়নীতি থেকে বিচ্যুত করে। যদি কামনা বাসনার অনুসরণ কর তাহলে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার থেকে তোমরা বিচ্যুত হয়ে যাবে।

আজকাল সমাজের অনেক সমস্যা এই কারণে দেখা দিয়েছে যে, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের সেই মান প্রতিষ্ঠিত নেই যা আল্লাহ্ তা'লা চান। নিজের কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উপস্থাপন করা এখন একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। পরিতাপের বিষয় হল অনেক সময় আমাদের মাঝেও কিছু মানুষ বস্তুবাদিতা এবং পরিবেশের প্রভাবের কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করা সত্ত্বেও এমন সব কথা বলে বসে এবং এমন সাক্ষ্য দেয়, সত্যের সাথে যার সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নিজের বা পিতামাতারও যদি ক্ষতি হয় তাহলেও কখনো এমন কথা বলবে না যা অস্পষ্ট বা কোনভাবে যেন এই ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, সত্য গোপন করার জন্য সাক্ষ্য এড়ানো হয়েছে, বাঁচার চেষ্টা করা হয়েছে। সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বাঁচার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে এমন বিষয় দেখি। যেমন বিচার বিভাগে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-সংক্রান্ত এমন অনেক বিষয় আসে যেখানে সত্য বলা হয় না। লেনদেনের বিষয়াদিরয়েছে, সে ক্ষেত্রেও আমরা সত্য গোপন করতে দেখি। কিছু এমন মানুষও আছে যারা ধর্মের জ্ঞান রাখে এবং বাহ্যতঃ জামা'তের কাজেও অগ্রগামী তারা এমন আচরণ করে যা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে, এমন মানুষও কী এ ধরণের কথা বলতে পারে যারা বাহ্যতঃ বড় আলেম, ধর্মের জ্ঞানে জ্ঞানী এবং মানুষের ওপর তাদের নেক প্রভাবও দেখা যায়। আল্লাহ্ তা'লা তো বলেন, নিজের বিরুদ্ধে বা পিতামাতার বিরুদ্ধে বা নিজের রক্তসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে গেলেও সত্য গোপন করবে না, সত্যকে অবশ্যই প্রকাশ কর। এসব মানুষ শুধু বন্ধুত্ব রক্ষার্থে বা ব্যক্তি স্বার্থের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করে, ঘোরানো প্যাঁচানো অস্পষ্ট কথা বলে বা সত্য সাক্ষ্য প্রদানে তারা বিরত থাকে আর নিজেদের কথার পক্ষে যুক্তি প্রদানের জন্যও তারা খুব ভালো প্রস্তুতি নিয়ে থাকে যে, এটি যদি প্রকাশ পেয়ে যায় তবে এ থেকে কীভাবে রক্ষা পাব বা কী কী যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করব।

কিন্তু সব সময় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- তোমরা যা কিছু-ই কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা সবিশেষ অবহিত। তিনি খুব ভালোভাবে জানেন। খোদা তা'লাকে প্রতারিত করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্তা'লা বলেন, এই ইহলৌকিক স্বার্থ তো তোমরা সিদ্ধি করতে পার কিন্তু খোদার শাস্তি থেকে এখানে রক্ষা পেলেও পরজগতে ধরা পড়বে। তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত খোদা সেই সমস্ত আমলনামা তোমাদের সামনে রাখবেন যাতে এসব বিষয় বিদ্যমান থাকবে।

অতএব, যে ইমামকে আমরা মেনেছি তিনি তো এই কুরআনী শিক্ষার অনুসরণে এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা অ-আহমদীদেরকে আশ্চার্যান্বিত করে। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির অনেক পূর্বের যৌবনের একটি ঘটনা তাঁর জীবনালখ্যে দেখা যায় যে, তাঁর পিতার বর্গাদারদের বিরুদ্ধে এক মামলায় তিনি নিজে পেশ হন এবং সত্য ও ইনসাফের দাবি অনুসারে সত্য কথা বলেন যার ফলে বর্গা চাষীরাই লাভবান হয় আর ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁর পিতা। তাঁর উকিল তাকে পূর্বেই সাবধান করেছিল যে, আমি যেভাবে বলি সেভাবে যদি সাক্ষ্য না দেন তাহলে ক্ষতি হবে। তিনি বলেন, যা-ই হোক না কেন যা সত্য তা-ই আমি বলব। যাহোক, বিচারক বর্গা চাষীদের পক্ষে রায় ঘোষণা করেন আর যারা দেখেছে তারা বলে যে, তাঁদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা হয়ে মোকদ্দমায় পরাজিত হওয়ার পর আদালত থেকে ফেরার পথে তিনি এতটা আনন্দিত আর উৎফুল্ল ছিলেন যে, এই রায় সম্পর্কে যারা জানত না তারা ধরে নিয়েছিল যে, তিনি হয়তো মোকদ্দমায় জিতে বাড়ি ফিরছেন।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা; ৭২-৭৩)

কাজেই রসূলে করীম (সা.)-এর যে নিবেদিতপ্রাণ ও সত্যনিষ্ঠ দাসকে আমরা মেনেছি, এই হল তাঁর আদর্শ। এই আদর্শ সামনে রেখেই আমাদেরকে আমাদের সাক্ষ্য-সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপএ-সংক্রান্ত আরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। পাশ্চাত্যের এসব দেশে যারা নিজেদের আয় কম দেখিয়ে কর ফাঁকি দেয় বা সরকারী কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করার চেষ্টা করে কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নমূখী হওয়ায় এসব উন্নত দেশের প্রশাসনও এখন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করছে এবং যেখানেই তাদের সন্দেহ হয় তাৎক্ষণিকভাবে তারা তদন্ত করে। তাই নিজেদেরকে এবং জামা'তকে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আর বিশেষভাবে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আহমদীদেরকে জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি মেনে নেওয়া উচিত এবং সত্য গোপন না করে সর্বদা সত্যকথা বলা উচিত। যদি নিয়্যত বা সংকল্প পূতঃ পবিত্র হয়, সদিচ্ছা থাকে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ইনসাফকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরেন এবং নিজেদের সাক্ষ্যের মান যদি 'কাওলে সাদীদ' বা সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন তাহলে প্রভু-প্রতিপালক ও জীবিকার বিধানকারী খোদা নিজেই উপকরণ সৃষ্টি করবেন এবং জীবিকায় বরকত দিবেন। তাই আমাদের সার্বক্ষণিকভাবে আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। আমরা যদি ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের এমন মান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করি তাহলে পরিবারের শান্তিরও নিশ্চয়তা নেই আর যেখানে আমরা বসবাস করি সেই পরিবেশ ও সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তারও কোন নিশ্চয়তা থাকতে পারে না। এ নীতি অবলম্বন না করলে জামা'তের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দূরত্ব সৃষ্টি হবে।

আশ্চর্য হতে হয়, অনেক মানুষ মিথ্যা বলা এবং অন্যায় অবিচারের ক্ষেত্রে এতটা সীমা ছাড়িয়ে যায় যে, কোন কোন মেয়ের পিতামাতা আমার কাছে অভিযোগ করেছেন যে, আমাদের মেয়ের এক জায়গায় বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার পর যেখানেই বিয়ের কথা হয় সেখানে গিয়ে তার সাবেক শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় স্বজন মিথ্যা ও অন্যায় কথা বলে মেয়েকে দুর্নাম করে। অনুরূপভাবে কিছু ছেলেও আমার কাছে এসেছে, যাদেরকে মেয়ের পিতামাতা এভাবে দুর্নাম করেছে। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করা হচ্ছে বা তাদের সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই এটি খুবই ভয়াবহ বিষয়। আর এটি সমাজের শান্তি বিঘ্নিত করার এবং নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার নামান্তর। এবং খোদা তা'লার নির্দেশের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করার মত বিষয় এটি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি আমাদেরকে যুগ ইমামকে মানার সৌভাগ্য দিয়েছেন এবং পরস্পর ভাই বানানোর ব্যবস্থা আল্লাহ্ করেছেন। অথচ আমরা কিছু ব্যক্তিস্বার্থের জন্য বা নিজেদের অহংকার বশতঃ বা হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ লালন করার কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করি আর প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে এতটা সীমা ছাড়িয়ে যাই যে, খোদা ভীতিকেও আমরা বিসর্জন দিই। কারো মতে যদি তার ওপর কোন জুলম হয়েও থাকে তাহলে বিষয়ের নিষ্পত্তি হওয়ার পর সীমালঙ্ঘনকারীর কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা যিনি সকল বিষয়ের খবর রাখেন তাঁর হাতে বিষয়টি ছেড়ে দিন। খোদার হাতে বিষয় ছেড়ে দেওয়ার মাঝেই এক মু'মিনের পরম সৌভাগ্য নিহিত।

অতঃপর নিজেদের সমাজে ইনসাফ, সুবিচার এবং সত্য প্রতিষ্ঠার পর আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের এ নির্দেশও দিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং জাতিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে উন্নতমানের ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা তোমাদের দায়িত্ব। ভিন জাতির সাথে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ করে এর উন্নত মান প্রতিষ্ঠা কর। শত্রুর সাথেও তোমরা যদি ন্যায়বিচার ও সুবিচারের উন্নত মান প্রদর্শন না কর তাহলে এটি ধরে নেওয়া হবে যে, তোমরা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করছ না। সূরা মায়েদার ৯ নম্বর আয়াত যা আমি তেলাওয়াত করেছি সেই আয়াতের অনুবাদ হল- আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে দৃঢ়তার সাথে সজাগ দৃষ্টি রেখে ইনসাফের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দণ্ডায়মান হও, কোন জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে যেন অন্যায় করতে প্রবৃত্ত না করে। সুবিচার কর, এটি তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটতম পন্থা। আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই সম্পর্কে সব সময় সবিশেষ অবহিত, যা তোমরা কর।"

কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় মতভেদ দেখা দেয় তাই অন্য ধর্মের মানুষ অনেক সময় অন্যায় করে, অত্যাচার এবং অবিচার করে। এমন পরিস্থিতিতে

অনুরূপভাবে ভিন জাতি এবং অন্য ধর্মের মানুষের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া আর ন্যায়বিচারের দাবিকে বিসর্জন দেওয়া এক মু'মিনের জন্য শোভা পায় না । এ সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার দরসে বলেন, উদাহরণ স্বরূপ সেই যুগে আর্যরা মুসলমানদেরকে চাকরিতে বিরক্ত করত এবং চাকরি থেকে বের করে দিত। তিনি বলছেন, তারা যদি এমনটি করেও থাকে, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া মুসলমানদের সাজে না। কেবল তবেই আমরা কুরআনের শিক্ষা মান্যকারী বলে গণ্য হব।

(হাকায়েকুল ফুরকান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা; ৮৫ থেকে সংকলিত)

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। মু'মিনের কাজ হল সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করা আর নিজেদের বিষয়াদী খোদার হাতে ছেড়ে দেওয়া। যিনি সব কিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবিহিত। একজন সত্যিকার মু'মিনের কাজ হল খোদার শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আর এ ক্ষেত্রে সে যেন বিন্দুমাত্র উদাসীনও না হয়। একজন প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখানো প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ, তার প্রতিটি কাজকর্ম খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে হওয়া উচিত, এটিই প্রকৃত মু'মিন ও মুসলমানের পরিচয়। ইনসাফ ও ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হওয়ার অর্থই হল ইসলামী শিক্ষার ওপর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হও যেন তোমাদের কর্ম বা ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য, অন্যান্য ধর্মের জন্য এবং সমাজের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে যায়। ভিন জাতির জন্য যেন তা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। আজকাল মুসলমানদের অন্যায় অবিচার সম্পর্কে পাশ্চাত্যে অনেক বেশি হৈ-চৈ হয়। তারা বলে, যারা স্বধর্মীয় লোকদের প্রতি ইনসাফ করতে পারে না তারা ভিন জাতির প্রতি কী ইনসাফ করবে? এটি অনেক বড় দুঃখজনক বিষয় আর মুসলমানরাই নিজেদের অপকর্মের মাধ্যমে ইসলামকে দুর্নাম করছে। সরকার জনসাধারণের অধিকার পদদলিত করছে আর জনসাধারণ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। একের পর এক জনবসতি নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়ে ধ্বংস হচ্ছে। ইসলামের নাম সর্বস্ব অনুসারী গোষ্ঠি স্বজাতিকেও হত্যা করছে আর ভিনদেশে এসে এখানেও নিপীড়ন ও নির্যাতনমূলক আচরণ করে এবং তাদের এই অন্যায় অত্যাচারকে তারা একথা বলে বৈধতা দিতে চায় যে, পাশ্চাত্যের এসব মানুষ যেহেতু আমাদের লোকদের হত্যা করছে তাই আমরাও আমাদের অধিকার আদায় করছি। অথচ মুসলমানই মুসলমানদের হত্যা করছে। হ্যাঁ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে তারা অবশ্যই সাহায্য নিচ্ছে।

সম্প্রতি এসব উগ্রপন্থী গ্রুপের একটি নতুন ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে এসেছে, যারা বিভিন্ন শহর ও দেশে হামলা করে। তাদের লক্ষ্য হল কিছু দিন পর পর এখানে এবং ইউরোপে এখন তারা শিশুদের ওপর আক্রমণ করবে আর পিতামাতার সামনে তাদের সন্তানদের হত্যা করবে। কেননা পাশ্চাত্যের বোমারু বিমান বোমা বর্ষণ করে আমাদের শিশুদের হত্যা করেছে, আমাদের জনবসতি ধ্বংস করেছে। অথচ এসব বোমা বর্ষণ মুসলমান প্রশাসকদের অনুরোধেই হয়েছে। যাহোক, এসব জাতিগত শত্রুতা পরবর্তীতে আরো বেশি শত্রুতার জন্ম দেয় আর এই ধারা চলতেই থাকে। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কোন জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে যেন ইনসাফের দাবি জলাঞ্জলী দিতে প্রবৃত্ত না করে। ইনসাফের দাবি তোমাদের অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। ইনসাফের দাবি পূর্ণ না করার কারণেই নিপীড়ন ও নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে আর যে সব অমুসলিম আমাদের বিরোধী তা-ও এজন্যই যে, মুসলমানদের ব্যবহারিক আচরণ ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। মুসলমানদের উচিত ছিল উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিশ্বের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা এবং ইসলামের তবলীগ করা। কিন্তু এখানকার অবস্থা তো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমান দেশসমূহে তো অন্যায় অবিচার ও নির্যাতন ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। ইসলাম বা আল্লাহ্ তা'লার কথার সমর্থনে সাক্ষ্য দিতে চাইলে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য তুলে ধরেই তা দেওয়া সম্ভব। কুরআনের এ নির্দেশ কতই না সুন্দর যে, কোন জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে যেন অন্যায় অবিচারে প্রবৃত্ত না করে। এই নির্দেশ অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থে দেওয়া হয় নি। ন্যায়বিচার বা ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ বা বৈষম্য করার সুযোগ নেই। ইনসাফ বা ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার মুসলিম ও অমুসলমান উভয়ের জন্য সমান। বরং শত্রুর সাথে আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইনসাফের দাবি পূরণ করতে হবে এবং সেদিকে বেশি দৃষ্টি দিতে হবে। এটি কতই না সুন্দর শিক্ষা কিন্তু হায় পরিতাপ! এই অনুপম শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলমানদের ব্যবহারিক আচরণ অমুসলিম বিশ্বে ইসলামকে দুর্নাম করে রেখেছে। সাধারণ মুসলমান আলেম ও সরকারে থাকা আলেমরা সবাই এমন অপকর্ম করে চলেছে আর তাদের এসব অপকর্ম আমাদের ওপর যে দায়িত্বভার ন্যস্ত করে তাহল নিজেদের ব্যবহারিক আদর্শ উপস্থাপনের মাধ্যমে জগদ্বাসীর সামনে এটি স্পষ্ট করা যে, ইসলাম ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের শিক্ষার প্রতি কতটা গুরুত্ব আরোপ করে। অর্থাৎ, এর কারণে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। রসূলে করীম (সা.) কতটা সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে এর ওপর সাহাবাদের (রা.) আমল করিয়েছেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

একবার রসূলে করীম (সা.) খবর সংগ্রহের জন্য কিছু সাহাবী মক্কায় পাঠিয়েছেন, তখন মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিপদসংকুল , মুসলমানরা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখিন ছিল, সব সময় শত্রুর হামলার জন্য ওত পেতে থাকত এবং তাদের পক্ষ থেকে ক্ষতিরই আশঙ্কা থাকত, এমন পরিস্থিতিতে সাহাবীরা সংবাদ সংগ্রহের জন্য যান, তখন খানা কাবার হারামে শত্রু পক্ষের কিছু লোককে তারা দেখতে পান আর তারা ভাবেন যে, যদি আমরা এদেরকে জীবিত ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিই তাহলে এরা মক্কবাসীদেরকে অবহিত করবে আর মক্কাবাসীরা আমাদের ওপর হামলা করে আমাদেরকে হত্যা করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সাহাবীরা কাফেরদের ওপর আক্রমণ করে তাদের এক বা দু'জনকে হত্যা করে। সাহাবীরা যখন মদিনায় ফিরে আসেন মক্কাবাসীরাও তাদের পিছু ধাওয়া করে মদিনায় পৌঁছে এবং রসূলুল্লাহর কাছে অভিযোগ করে যে, আপনার মানুষ এভাবে আমাদের দু'জন লোককে খানা কাবার হারামে হত্যা করেছে, মহানবী (সা.) তাদের কথা শুনে একথা বলেন নি যে, তোমরাও তো জুলুম এবং অত্যাচার করেছ। আজকে তোমাদের সাথে এই ব্যবহার হলে এত হৈচৈ করছ কেন, বরং তাৎক্ষণিক তিনি (সা.) তাদের উত্তর দিয়েছেন যে- তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে এবং অবিচার করা হয়েছে, হয়তো হারাম শরীফে এই হামলা হওয়ার কারণে কাফের পক্ষ পুরোপুরি আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করে নি, তাই মহানবী (সা.) বলেন, আরবদের রীতি অনুসারে উভয় নিহিত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধ করা হবে আর তিনি পরিশোধ করেছেন। একই সাথে সাহাবীদেরকেও তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করেন যে, একি অন্যায় তোমরা করেছ! (শারাহ যারকানী)

এমনই অপর একটি ঘটনা আছে এক যুদ্ধে ভুল করে সাহাবীদের হাতে এক মহিলা নিহত হন। এটি জানার পর তিনি (সা.) সাহাবীদের প্রতি খুবই ক্রোধান্বিত হন। হাদীসে এসেছে মহানবী (সা.) এর পবিত্র চেহারায় ক্রোধের এত স্পষ্ট লক্ষণ তখন প্রকাশ পেয়েছিল যা পূর্বে কখনও পরিলক্ষিত হয় নি। সাহাবী বলেন যে ভুল বশতঃ এটি হয়েছে কিন্তু ভুল বশতঃ হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.) গভীর মর্ম যাতনার শিকার হয়েছেন, এই কারনে যে এখানে ন্যায় বিচার বা ইনসাফ করা হয় নি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

পুনরায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এক ইহুদি এবং মুসলমানের বিবাদের নিষ্পত্তি তিনি কীভাবে করেছেন, দেখুন! হাদীসে এসেছে এক ইহুদি এক সাহাবীর কাছে চার দিরহাম প্রাপ্য ছিল যা পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। সেই ইহুদি এসে মহানবী (সা.) এর কাছে অভিযোগ করে যে, এই ব্যক্তির কাছে আমার চার দিরহাম পাওনা রয়েছে সে পরিশোধ করে না। মহানবী (সা.) সেই সাহাবীকে ডাকেন, যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ, আর তাকে বলেন যে ইহুদির প্রাপ্য প্রদান কর। হযরত আব্দুল্লাহ বলেন সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন, ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য নেই, একথা সত্য যে আমি ঋণী কিন্তু এখন দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তিনি (সা.) পুনরায় বলেন যে, এই ব্যক্তির প্রাপ্য পরিশোধ কর, আব্দুল্লাহ পুনরায় একই কথা বলেন এবং নিবেদন করেন যে, আমি তাকে বলেছি যে, আপনি আমাদেরকে খায়বার পাঠাবেন আর 'মালে গনিমতের' (যুদ্ধে লুটের মাল) কিছু অংশ পাব আর ফিরে এসে ঋণ পরিশোধ করব। মহানবী (সা.) পুনরায় বলেন যে, তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দাও, মহানবী (সা.) কোন কথা তিনবার বললে তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরিগণিত হত। হযরত আব্দুল্লাহ তখনই বাজারে যান আর তার পরিধানে লুঙ্গি হিসেবে একটি চাদর পরিহিত ছিল আর মাথায় ছিল একটা পাগড়ি বা মাথায়ও একটা কাপড় ছিল, সেই সাহাবী মাথার পাগড়ি খুলে লুঙ্গি হিসেবে পড়ে নেন আর চাদর বিক্রি করেন চার দিরহামে এবং ঋণ পরিশোধ করেন।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৬)

এই ছিল সেই মাপকাঠি যা রসূলে করীম (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইহুদিকে এই কথা বলেন নি যে, তোমার কাছে অবকাশ চেয়েছে তাই অবকাশ দাও। বরং নিজের মান্যকারীকে তিনি বলেন এখনই তার প্রাপ্য প্রদান কর আর এর জন্য নিজের পরিধানের কাপড় তাকে বিক্রি করতে হয়েছে। এই হল সেই মানদণ্ড, ন্যায় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার আর এই মান সর্বত্র যদি আমরা বজায় রাখি তাহলে এই যুগে মহানবী (সা.) এর নিবেদিত প্রাণ দাসের সত্যিকার মান্যকারী রূপে পরিগণিত হব আর মসীহ্ মওউদ (আ.) এর আবির্ভাবের যে

উদ্দেশ্য ছিল তা আমরা পূর্ণকারী হব। তিনি (আ.) ইসলামী শিক্ষার প্রসার এবং ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য প্রেরিত হয়েছেন, যেন বেশি বেশি মানুষ মহানবী (সা.) এর পতাকা তলে সমবেত হয় আর এটি তখন সম্ভব হবে যদি আমরা যেখানে জগৎবাসীকে সত্যের পথপানে পথ প্রদর্শন করব সেখানে সত্যের ভিত্তিতে এই শিক্ষার মাধ্যমে ন্যায় বিচারও প্রতিষ্ঠা করব। সূরা আরাফের যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, সেই আয়াতের অনুবাদ হল আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মাঝে এমন মানুষও ছিল যারা সত্যের ভিত্তিতে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করত এবং তার ভিত্তিতে ইনসাফ এবং ন্যায় বিচার করত।

হেদায়াতদাতা সব সময় তারাই ছিল যারা সত্য এবং ইনসাফের ভিত্তিতে কথা বলে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করত। আজও এমন মানুষই সফল হবে যারা সত্যের ভিত্তিতে সঠিক পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষ নিজেই যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে অন্যকে কীভাবে হেদায়াত দিতে পারে? যতক্ষণ মানুষ নিজে ইনসাফ এবং ন্যায় বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে অন্যদেরকে কীভাবে ইনসাফ দিতে পারে বা ইনসাফের শিক্ষা বা ন্যায় বিচারের শিক্ষা দিতে পারে।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতের অঙ্গীকার যদি আমাদের রক্ষা করতে হয়, তাঁর মিশনের পরিপূর্ণতা যদি আমাদের দেখতে চাই আর ইসলামের বাণীকে যদি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাতে চাই, তবলীগের দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে এই নীতির ভিত্তিতে সকল উন্নত নৈতিক গুণাবলীতে আমাদের সজ্জিত হতে হবে যা ইসলামী শিক্ষা, যা রসূলে করীম (সা.) শিখিয়েছেন। যা সম্পর্কে আমাদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে এগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। আমাদের সাক্ষ্য যদি সত্য না হয় এবং ন্যায় সম্মত না হয়, যদি আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক রসূলে করীম (সা.) এর উক্তির অনুকূলে বা উক্তি অনুসারে না হয়, যদি আমাদের হৃদয় শত্রুর ক্ষেত্রেও হিংসা বিদ্বেষ মুক্ত না হয় তাহলে আমাদের তবলীগ সত্যিকার সত্য প্রচারকারী তবলীগ হবে না। আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা এবং আমাদের ইনসাফের মানকে দেখে অন্যরা আমাদেরকে বলবে প্রথমে নিজেরা এই শিক্ষার বা এই সমস্ত আদর্শকে অনুসরণ কর। প্রথমে স্বয়ং ন্যায় বিচার নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠা কর তারপর আমাদেরকে বল। অতএব অনেক বড় দায়িত্ব প্রত্যেক আহমদীর কাঁধে ন্যস্ত হয়। প্রজ্ঞার ভিত্তিতে তবলিগের পথ উন্মোচন করার আর এ পথ আমাদের কর্মের মাধ্যমে উন্মোচিত হবে। যারা আমাদের কর্ম দেখে ইসলাম সম্পর্কে পরিচিত হবে তারা ইসলামের সৌন্দর্যের কথা শিকার না করে পারবে না।

আমরা খোদার নির্দেশ অনুসারে নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারব আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতের সুবাদে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারব এবং তাঁর হাতে বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারব। অন্যদের জন্য হেদায়াত এবং ইনসাফের ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ হব। এটিই আমার প্রত্যাশা।

নামাযের পর আমি এক ভাইয়ের গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি শ্রদ্ধেয় হাসান মাহমুদ খান আরেফ সাহেবের জানাযা। যিনি শিমলার ফযল মোহাম্মদ খান সাহেবের সুপুত্র ছিলেন। হাসান মাহমুদ খান আরেফ সাহেব রাবওয়ার সাবেক নায়েব উকিলুত তবশির আর কানাডার আহমদীয়া গেজেটের সম্পাদকও ছিলেন। ১৩ নভেম্বর ৯৭ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়, ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন। খোদার অপার অনুগ্রহে তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। হাসান মাহমুদ খান আরেফ সাহেব ১৯২০ সালের ২৬ জানুয়ারি জলান্ধরের জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা ফযল মোহাম্মদ খান সাহেব ১৯১৫ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর পবিত্র হাতে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তার পিতা ৩৫ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন, ডেপটি এসিসট্যান্ড ফাইনান্সিয়ালের এডভাইজার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তবলীগের সুগভীর আগ্রহ ছিল, সে যুগেও দু'জন ইংরেজ তার মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বেশ কিছু মানুষ তার মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য পেয়েছে। তিনি বি.এ পাশ করেন, দীর্ঘকাল বাইরে চাকরি করেন, প্রথমে সরকারী চাকরি করছিলেন এরপর বি.এ পাশ করেন। হযরত মুসলহে মওউদের নির্দেশে এরপর এম.এ-ও পাশ করেন, রাবওয়ায় এসে।

১৯৪৩ সনে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যখন দিল্লি আসেন তখন হাসান মাহমুদ খান আরেফ সাহেব তার জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন তিনি ভারত সরকারের কোন সরকারী বিভাগে চাকরি করছিলেন। হাসান মাহমুদ খান আরেফ সাহেব তার পিতার কাছে যখন জীবন উৎসর্গ করার কথা বলেন পিতা খুবই আনন্দিত হন, একই সাথে এই নসীহত করেন যে, জীবন উৎসর্গ করতে যাচ্ছ এই কথা ভেবো না যে, অনেক আরাম পাবে, যদি সত্যিকার অর্থে জীবন উৎসর্গ করতে হয় তাহলে স্মরণ রেখো যে, এটি কণ্টক সজ্জা, সেখানে তুমি কোন যুবরাজের আরাম বা আয়েশ পাবে না, সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করতে হবে, তোমার বর্তমান আয় থেকে অনেক কম মাসিক পাবে আর সে তার ওপরই জীবন কাটাতে হবে। যাইহোক, তিনি বলেন যে, আমি উৎসর্গ করব আর তার পিতাসহ হযরত মুসলেহ মওউদের কাছে আসেন, হযরত মুসলেহ মওউদ বলেন যে, প্রথমে বি.এ পাশ কর তারপর জীবন উৎসর্গ কর। ১৯৪৫ সনে বি.এ পাশ করেন এরপর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ অবহিত করেন, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন যে, তাৎক্ষণিক রিপোর্ট কর আর এই নির্দেশ অনুসারে কেন্দ্রে আসেন। সরকারী চাকরি থেকে ইস্তেফা দেন আর তাকে নায়েব উকিলুত তিজারত নিযুক্ত করা হয়। এরপর ভারত বিভাগের সময় হাসান মাহমুদ আরেফ খান দরবেশ হিসেবে কাদিয়ানে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুরোধ করলে মুসলেহ মওউদ (রা.) তা মঞ্জুর করেন। যাইহোক, কেন্দ্রের অধিনে প্রয়োজন অনুসারে কিছুদিন পর তাকে পাকিস্তান ডেকে পাঠানো হয়, সেখানে নায়েব উকিলুত তেজারত হিসেবে তার ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। এরপর ফোরকান ফোর্সের অফিস ইনচার্জও ছিলেন তিনি, ১৯৫১ সনে উকালত তবশীরে নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৫৩ সনের পাঞ্জাবের দাঙ্গার সময় তাহরীকে জাদীদের অফিসে পুলিশ ছাপা মারে আর তখন হাসান মাহমুদ খান আরেফ সাহেবকেও গ্রেফতার করা হয়। কেননা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে রিপোর্ট তার কাছে আসত এবং প্রত্যেক মাসে মুবাল্লেগদের চিঠি লিখতেন। যাইহোক, মার্শলো লাগার পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। সেখানে খোদার পথে বন্দি জীবন যাপনের সৌভাগ্য হয়, দপ্তর কমিটি আবাদিরও ইনচার্জ ছিলেন। পুনরায় উকালত তবশিনে চলে যান, নায়েব উকালত তবশির ছিলেন। ৩০ বছর পর্যন্ত নায়েব উকালত তবশির হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে তার। অন্যান্য অফিসেও সাময়ীকভাবে কাজ করেন এর পাশাপাশি উকিলুত দিয়ান, ওয়াকিলুত তালিম, ওয়াকার, কৃষি বিভাগের ওয়াকিল, ওয়াকিল মাল, আমানতের অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৮১ সনে অবসর গ্রহণ করে কানাডায় হিজরত করেন। কানাডায় গিয়ে আহমদীয়া গেজেটের সম্পাদক হিসেবে সেবা প্রদান আরম্ভ করেন। ২০০৬ পর্যন্ত প্রায় ২৬ বছর এই পদে খেদমতের সৌভাগ্য হয়েছে তার। প্রাথমিক যুগের মুসিদের অন্তর্ভুক্তদের ছিলেন তার ওসীয়্যত নম্বর ৫৭৩৯। তাহরীকে জাদীদের প্রথম সারির মুজাহেদদের অন্তর্গত, তার নম্বর ছিল তখন ১৫১।

১৯৭৮ সনে তিনি পবিত্র কাফন নামে পুস্তিকা রচনা করেন উর্দু ভাষায়, ইংরেজীতে লেখা আরম্ভ করেছেন তার ইংরেজী ভাল ছিল কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন উর্দূ ভাষায় লিখুন, কেননা উর্দু ভাষায় হযরত ঈসা (আ.) এর পবিত্র কাফন সম্পর্কে এটি প্রথম পুস্তিকা হবে। শিশুদের কিছু পুস্তক পুস্তিকাও তিনি লিখেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণী, সৈয়দানা বেলাল ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত, এ ধরণের পুস্তিকা তিনি লিখেছেন শিশুদের জন্য। ১৯৪৪ সনে সৈয়দা আক্তার সাদী সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয় যিনি ফযলুর রহমান ফয়েজী সাহেবের কন্যা ছিলেন, তার ঘরে তার চার পুত্র এবং দুই কন্যার জন্ম হয়। যারা আমেরিকা এবং কানাডাতেই বসবাস করছে। তার বড় পুত্র বধু লিখেন, যিনি ফরিদ আহমদ আরেফ সাহেবের স্ত্রী, তিনি লিখেছেন আমি দেখেছি তাহাজ্জুদ গুজার এবং রীতিমত কাকুতি মিনতির সাথে তাহাজ্জুদ পড়তেন, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল তার। তার ইন্তেকালের পর আমরা জানতে পেরেছি যে পাকিস্তানে বেশ কিছু বিধবা এবং এতিম শিশুর স্থায়ী আর্থিক সাহায্য করতেন।

কানাডার আমীর সাহেব লিখেন যেই এলাকায় তিনি বসবাস করেন সেটি শিখ অধ্যুশিত এলাকা, শিখদের সাথে তার বন্ধুত্বের কারণে শিখরা তাদের শিখ কালচার এসোশিয়েসন গঠন করে তাকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন, তাকে বাধ্য করেন প্রেসিডেন্ট হতে, তারা বলেন যে, আপনি আমাদের প্রেসিডেন্ট হবেন। গাড়ী চালাতে পারতেন না তা সত্ত্বেও জুমুআর নামাযের জন্য ব্রমটন থেকে আসতেন পথে দু'তিনটি বাস পরিবর্তন করতে হত তাকে। নায়েব আমীর সাহেব লিখেন কানাডা আসার পর এখানকার আহমদীয়া গেজেটের মান এতটা উন্নত করেন যা গর্বের বিষয়। খিলাফতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সব খলীফার সাথে গভীর ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল তার।

(হুযূর বলছেন) আমিও শৈশব থেকে তাকে জানি, খিলাফতের আসনে আমার আসীন হওয়ার পর তার মাঝে এমন এক পরিবর্তন দেখতে পাই যা সত্যিই আশ্চর্যের কারণ ছিল। প্রথম দিকে যখন কম্পিউটার ইত্যাদি ছিল না

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 7-14 Dec, 2017 Issue No. 49-50

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আহমদীয়া গেজেটের উর্দু অংশ নিজ হাতে লিখতেন আর ইংরেজী অংশ নিজেই টাইপ করতেন, বিভিন্ন খুতবার ইংরেজী অনুবাদ করতেন, বার বার পড়তেন, যতক্ষণ আশ্বস্ত না হত ততক্ষণ গেজেটে তা অন্তর্ভুক্ত করতেন না, তার স্মৃতি শক্তি খুবই ভাল ছিল। ইসলামের ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করে রেখে ছিলেছেন কোন না কোন বই বা পুস্তিকা বা সাময়িকী সব সময় তার স্ট্যাডিতে থাকত, পত্রপত্রিকা গভীর আগ্রহের সাথে পড়তেন, প্রায় সময় সাহাবীদের ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শোনাতেন। লেখক বলছেন যে, তার যুগে আহমদীয়া গেজেট বের হলে এমন কোন সংখ্যা হবে না যাতে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) এর মিরকাতুল ইয়াকিনের কোন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা উর্দু বা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ না করা হত।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফিরাত করুন, দয়ার্দ্র হন, তার পদ মর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান সন্ততি এবং তার প্রজন্মকে খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন।

নামাযের দিকে দৃষ্টিপাত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আনসারদের মধ্যে তো ১০০ শতাংশের এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরী। যদি দেশের আইনভঙ্গকারী ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে নামায অনাদায়কারী ব্যক্তিও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দোষী হয়ে থাকে।

শুধুমাত্র ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী বানিয়ে দেয় না। এর জন্য খোদাতা'লার আদেশাবলী এবং ফরয সমূহের প্রতিও আমল করা আবশ্যক।

আনসারুল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। এবং তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করা। জামাত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ ও যুগ খলিফা মন মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্পাদন করতে থাকে।

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ভারতের ২০১৭ সালের বাৎসরিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বার্তা

লন্ডন

MA 21-09-2017

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র প্রিয় সদস্যবৃন্দ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আলহামদুলিল্লাহ্ এ বছর ও আপনারা নিজেদের বাৎসরিক ইজতেমা আয়োজন করার সৌভাগ্য অর্জন করছেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই ইজতেমাকে অনেক কল্যাণময় করুন। এবং সমস্ত আনসারগণকে এই কল্যাণ মণ্ডিত অবসর হতে পূর্ণ লাভবান হওয়ার তৌফিক দিন। (আমীন)

এই অবসরে আমাকে বার্তা প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই সময় আমি আপনাদেরকে কিছু জরুরী উপদেশ দিতে চাই।

জামাতের অঙ্গসংগঠন আনসারুল্লাহ্‌তে মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে প্রবেশ করে। এই বয়সে জীবনের ফলাফলের প্রভাব প্রকাশিত হতে থাকে। শেষ পরিণতির চিন্তা একজন মোমিনকে বাধ্য করে যে, সে যেন প্রকৃতপক্ষে খোদাতা'লার সামনে নত হয় এবং তার নৈকট্য যাচনা করে। যার উত্তম মাধ্যম হল নামায। হাদিসে এসেছে যে, নামাযই ইবাদতের মগজ বা সারাংশ। এর মধ্যে দোয়াও রয়েছে এবং বিনয় ও কাকুতি মিনতির অবস্থা ও আছে। আর যে সারাংশ প্রাপ্ত হবে তার অন্যান্য যিকর ও দোয়ার কি প্রয়োজন? সুতরাং আনসারগণকে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত করে যুবকদের জন্য ও বালকদের জন্য আদর্শ হওয়া উচিত। যদি দেশের আইনভঙ্গকারী ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে নামায অনাদায়কারী ব্যক্তিও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দোষী হয়ে থাকে। কলেমা তৈয়্যেবা মুসলমান হওয়ার মৌখিক দাবি। আর নামায তার ব্যবহারিক রূপ। মজলিস আনসারুল্লাহ্ খোদাতা'লার প্রত্যেক কর্মে সাহায্যকারীর সংগঠন এবং ব্যবহারিক সাহায্যকারীর প্রথম পদক্ষেপ হল নামায।

গৃহে নামায প্রতিষ্ঠিত থাকলে নব প্রজন্মও তার গুরুত্ব মস্তিষ্কে স্থান দেয়। শুধুমাত্র ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী বানিয়ে দেয় না। এর জন্য খোদাতা'লার আদেশাবলী এবং ফরয সমূহের প্রতিও আমল করা আবশ্যক। অতএব নামাযের দিকে দৃষ্টিপাত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আনসারদের মধ্যে তো ১০০ শতাংশের এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরী।

আবার নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পুস্তকের অধ্যায়ন করার অভ্যাস করুন। যে সমস্ত ঘরে ছোটরা বড়দের ধর্মীয় পুস্তকাদী পড়তে দেখে তারা বাল্যকাল হতে পুস্তকাদি পড়াশোনা করে। আবার এই জ্ঞান সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে তবলীগি ময়দানে কাজে লাগে।

অনুরূপভাবে আনসারুল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। এবং তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করা। কোরআন শরীফের মধ্যে খিলাফতের অঙ্গিকার ঈমান আনয়নকারী ও আমলে সালেহা বা সৎকর্মশীলদের সঙ্গে করা হয়েছে। যখন মোমিনদের জামাত যুগ খলিফার পূর্ণ অনুসরণকারী হয়ে যায় তখন জামাত এবং যুগ খলিফা একটি মাত্র সত্ত্বায় পরিণত হয়ে যায়। জামাত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ ও যুগ খলিফা মন মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্পাদন করতে থাকে। যখন এই চিন্তা সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন প্রশ্নই ওঠেনা যে জামাতের কোন সদস্য নিজের সিদ্ধান্ত, জ্ঞান এবং আমলের জন্য হঠকারীতা প্রদর্শন করবে। আবার এ কথাও স্মরণ রাখুন যে, যেমন শরীরের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যিক যে তার প্রত্যেকটি অঙ্গ সঠিক থাকুক। আপনারাও প্রকৃতার্থে তখনই আনসারুল্লাহ্ হতে পারবেন, যখন নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করবেন। এবং আর্থিক কুরবানী সমূহ, তবলীগি কাজকর্ম এবং ইবাদতের উন্নত মানকে প্রাপ্ত করবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

"আমি বারংবার এ কথা বলেছি যে, বাহ্যিক নামে তো আমাদের জামা'ত ও অন্যান্য মুসলমান সমান। তোমরাও মুসলমান এবং তারাও মুসলমান নামে অভিহিত হয়। তোমরাও কলেমাধারী, তারাও কলেমাধারী। তোমরা কোরআনের অনুসরণের দাবি কর, তারাও কোরআনের অনুসরণের দাবি করে। মোট কথা যে, দাবির দিক থেকে তোমরা ও তারা উভয়েই সমান। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা শুধুমাত্র দাবির দ্বারা সন্তুষ্ট হন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধ্যে যথার্থ থাকে। আর দাবির প্রমাণ স্বরূপ কিছু ব্যবহারিক প্রমাণ এবং অবস্থার পরিবর্তনের কিছু প্রমাণ না হবে।"

(মালফুযাত, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬০৪-৬০৫)

আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে নিজেদের ভিতর পরিবর্তন সৃষ্টির ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর শিক্ষানুসারে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

ওয়াস্ সালাম

খাকসার

মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ

খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.